Contents

শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ

শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন

প্রকাশক

শরীফুল ইসলাম

গ্রাম: পিয়ারপুর, পোঃ ধুরইল

থানা- মোহনপুর, যেলা : রাজশাহী।

মোবাইল নং ০১৭২১-৪৬১৯৯০।

প্রকাশকাল

রবীউল আউয়াল : ১৪৩৪ হিজরী

জানুয়ারী : ২০১৩ খৃষ্টাব্দ

পৌষ : ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ ডিজাইন

সুলতান, কালার গ্রাফিক্স, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

QURAN O SUNNAR ALOKE TAKLID by **Shariful Islam bin Joynul Abedin**, Pablished by **Shariful Islam**, Piarpur, Mohonpur, Rajshahi, Bangladesh. 1st Edition January 2013. Price : $2 (Two) only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّه نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيْهِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ وَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ بَشِيْراً وَنَذِيْراً وَدَاعِياً إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيْراً مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى-

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা আল্লাহ তা'আলা বিশ্বমানবতার জন্য দান করেছেন। আর তাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং অহী-র বিধানই একমাত্র অভ্রান্ত জীবনবিধান। বর্তমান বিশ্বে প্রায় দেড়শত কোটি মুসলমান বসবাস করে। তারা বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে তাল মিলিয়ে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এগিয়ে চলেছে। পিছিয়ে পড়েছে শুধু আল্লাহ্র বিধান পালনে। ফলে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অনেকের আচরণ অমুসলিম-কাফেরদের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার যারা ইসলামের বিধান বাস্তবায়নে নিয়োজিত, তারা অধিকাংশই শতধাবিভক্ত। বিভিন্ন তরীকা ও মাযহাবের বেড়াজালে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখে, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করছে। নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণের কারণে আল্লাহ প্রদত্ত অহী-র বিধানকে বাদ দিয়ে মাযহাবী গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা নিজেদেরকে মাযহাবের প্রকৃত অনুসারী দাবী করলেও মূলতঃ তারা অনুসরণীয় ইমামগণের কথাকে উপেক্ষা করে

তাঁদের অবমাননা করছে। কারণ প্রত্যেক ইমামই তাঁদের তাক্বলীদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের কোন কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীত হলে তা বর্জন করতে। এ পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। ছহীহ দ্বীনকে জানতে ও মানতে বইটি পাঠকদের জন্য সহায়ক হবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইটি পাঠকদের সামান্যতম উপকারে আসলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। বইটি প্রণয়নে যারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এ ক্ষুদ্রকর্মের বিনিময়ে আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি হতে মুক্তি ও জান্নাত কামনা করছি। তিনি আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন-আমীন!

-লেখক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অহি-র বিধানই একমাত্র অনুসরণীয় জীবন বিধান

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল একমাত্র অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণ করা। কারণ মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং তার বিবেক অপরিপক্ক। যার ফলে এক মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সাথে অন্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সংঘর্ষ হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও সবরকম দোষমুক্ত। তাই কেবল তাঁরই নির্দেশ মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে এবং মানুষকে সবরকম তর্ক-বিতর্ক ও হানাহানি থেকে বাঁচাতে পারে, যদি সমস্ত মানুষ তাঁর নির্দেশ খুশীমনে মেনে নিতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে পাঠানো তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا – وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا–

'হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়। আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(সূরা আহযাব ৩৩/১-২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

اتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ–

'তুমি তার অনুসরণ কর, যা তোমার প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক' *(সূরা আন'আম ৬/১০৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ–

‘তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল– খুশীর অনুসরণ কর না’ *(সূরা জাছিয়া ৪৫/১৮)*।

উপরিউল্লিখিত তিনটি আয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ প্রদত্ত অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ প্রতি পদে মেনে চলেছেন।

যেমন- হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَة وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْد فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوْهُ، عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوْهُ لاَ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقَامُوْا إِلَيْه فَقَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوْحَى إِلَيْه فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ {وَيَسْأَلُوْنَكَ، عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ}–

ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে মদীনায় এক শস্য ক্ষেতে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে ইহুদীদের একটি দলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বলল, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। আর কেউ বলল, তাঁকে জিজ্ঞেস কর না, এতে তোমাদেরকে এমন উত্তর শুনতে হতে পারে যা তোমরা অপছন্দ কর। অতঃপর তারা তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে জানান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম, তাঁর কাছে অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে একটু পিছে সরে দাঁড়ালাম। অহী শেষ হল। তারপর তিনি বললেন, তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, ‘রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ’ *(সূরা ইসরা ১৭/৮৫)*।[১]

---

১. *বুখারী হা/৭২৯৭, ‘কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে ধরে থাকা’ অধ্যায়, ‘বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং অকারণে কষ্ট করা নিন্দনীয়’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৩৯ পৃঃ।*

উক্ত হাদীছ সহ বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহীয়ে ইলাহী ছাড়া কোন শরী'আতী মাসআলার উত্তর দিতেন না। এই জন্য তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى-

'আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল অহী, যা তাঁর প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়' *(সূরা নাজম ৫৩/৩-৪)*।

অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণের নির্দেশ শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা গোটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর এই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ-

'তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর' *(সূরা আ'রাফ ৭/৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَاتَّبِعُوْا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ-

'অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে' *(সূরা যুমার ৩৯/৫৫)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও কেবলমাত্র অহীয়ে ইলাহী মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ সার্বিক জীবন একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। আর এ দু'টিকে বাদ দিয়ে কোন অলী, পীর, দরবেশ, ফকীর, ধর্মীয় নেতা ও জননেতার ব্যক্তিগত মতামত দ্বীনের ব্যাপারে মোটেই মানা চলবে না। তবে তারা কুরআন ও ছহীহ

হাদীছ অনুযায়ী কোন কথা বললে তা অবশ্যই মানতে হবে। এক্ষেত্রে এটা কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করা হবে না। বরং দলীলের অনুসরণ করা হবে, যাকে ইত্তেবা বলা হয়।

মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই অহী-র বিধান সামনে উপস্থিত হবে তখনই সেই ভুল সংশোধন করে একমাত্র অহী-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করবে। আর এটাই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের নীতি। তাঁরা সর্বদা অহী-র বিধান মানতে প্রস্তুত থাকতেন। কখনই নিজেদের ভুলের উপর অটল থাকতেন না।

যেমন- হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُوْنَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيْهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوْا مَجْنُوْنَةُ بَنِيْ فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوْا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَىْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক পাগলীকে ওমর (রাঃ)-এর কাছে আনা হল। সে পাগলীটি ব্যভিচার করেছিল। তাই তার ব্যাপারে ওমর (রাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চাইলেন। অতঃপর (তাঁদের নিকট থেকে কোন হাদীছ না পেয়ে) ওমর (রাঃ) তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর পাগলীটির পাশ দিয়ে আলী ইবনু আবূ ত্বালেব (রাঃ) যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, এর ব্যাপার কি? লোকেরা বলল, এটা ওমুক বংশের পাগলী। সে ব্যভিচার করেছে। তাই ওমর (রাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর আলী (রাঃ) বললেন, তোমরা একে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তারপর তিনি ওমর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি (রাসূল (ছাঃ)-এর এই হাদীছটি) জানেন না

যে, তিন জনের উপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। পাগল যতক্ষণ তার জ্ঞান ফিরে না আসে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয় এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয়। ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। আলী (রাঃ) বললেন, তাহলে এই পাগলীটির কি হবে? ওমর (রাঃ) বললেন, না, কিছুই হবে না। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। অতঃপর ওমর (রাঃ) তাকবীর দিতে লাগলেন।[২]

উল্লিখিত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছাহাবায়ে কেরাম একমাত্র অহী-র বিধানকেই সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে গ্রহণ করতেন। ইসলামের কোন বিষয় জানা না থাকলে ব্যক্তিগত রায় বা ক্বিয়াস না চালিয়ে অহীয়ে ইলাহীর অনুসন্ধান করতেন। অহী-র বিধান পেয়ে গেলে তার সামনেই আত্মসমর্পণ করতেন।

অতএব অহী-র বিধানই একমাত্র জীবন বিধান যা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে তার সার্বিক জীবনে গ্রহণ করা ওয়াজিব করেছেন। পক্ষান্তরে অহী-র বিধানকে বাদ দিয়ে কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের অন্ধানুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ইমাম

উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য পৃথিবীতে একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ইমাম হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম বিশ্ব মানবতার জন্য পথ প্রদর্শক। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর' *(সূরা নিসা ৪/৫৯)*।

---

২. *আবূদাউদ হা/৪৩৯৯; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - قُلْ أَطِيعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ-

‘বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না’ *(সূরা আলে-ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ-

‘বল, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া’ *(সূরা নূর ২৪/৫৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ– ‘আর আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়’ *(সূরা নিসা ৪/৬৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا-

‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি’ *(সূরা নিসা ৪/৮০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ-

‘এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা । আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’ *(সূরা নিসা ৪/১৩-১৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا-

‘আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সংগী হিসাবে তারা কত উত্তম’ *(সূরা নিসা ৪/৬৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

‘আর তোমরা ছালাত ক্বায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলেরে আনুগত্য কর যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার’ *(সূরা নূর ২৪/৫৬)*।

উপরিউল্লিখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বার বার একটি নির্দেশ দিয়েছেন, তা হল তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর। তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইমাম অথবা পীর মাশায়েখের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি ইমাম আবু হানীফা,

শাফেঈ, মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ। যেখানে আল্লাহ তা'আলা প্রচলিত চার ইমামের কারো অনুসরণের নির্দেশ দেননি, সেখানে একজন সচেতন মানুষ কিভাবে প্রচলিত চার মাযহাবকে ফরয মনে করতে পারে? আল্লাহ সকলকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

এছাড়াও হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوْا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু অস্বীকারকারী ব্যতীত। তারা বললেন, কে অস্বীকার করে। তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হয় সে-ই অস্বীকার করে'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ-

'যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, তারা আসলে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি'।[৪]

অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ইমাম যার প্রতিটি কথা ও কর্ম আল্লাহ প্রদত্ত অহী। তিনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের অনুসরণ ও অনুকরণ করা বিধিবদ্ধ নয়।

---

৩. বুখারী হা/৭২৮০, 'কুরআন ও সান্নাহকে শক্তভাবে ধরে থাকা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৩৪ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৩।

৪. বুখারী হা/৭২৮১, 'কুরআন ও সান্নাহকে শক্তভাবে ধরে থাকা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৩৫ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৪।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে কোন কিছু ফরয হওয়া সম্ভব কি?

অহী-র বিধানই একমাত্র চূড়ান্ত জীবন বিধান এবং তার মধ্যেই নিহীত রয়েছে সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান। আর এই অহী-র বিধানের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহাজ্জে আরাফাতের ময়দানে ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন তিনি বিদায় হজ্জ পালন করেছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا–

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম' *(সূরা মায়েদা ৫/৩)*।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই অহী-র বিধানের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে, যাতে মানুষের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِيْ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ– 'আমি এই কিতাবে (কুরআনে) কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি' *(সূরা আন'আম ৬/৩৮)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ– 'আর আমি তোমার উপরে এমন একটি গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে সব জিনিসেরই বর্ণনা আছে' *(সূরা নাহল ১৬/৮৯)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

لَوْ ضَاعَ لِيْ عِقَالُ بَعِيْرٍ لَوَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ–

'আমার উটের একটি বাঁধার দড়ি/শিকল যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমি তা আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে খুজে পাব'।[৫]

৫. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান, সূরা নাহল-এর ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।

অতএব বুঝা গেল, মহান আল্লাহ কুরআনকে আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর তিনিও আল্লাহ তা'আলার বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটি করেননি। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللّٰهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ-

'আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যার হুকুম আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। কিন্তু আমি তার হুকুম তোমাদেরকে অবশ্যই দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তা অবশ্যই নিষেধ করেছি'।[৬]

হে সচেতন মুসলিম ভাই! বিশ্বমানবতার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান জিব্রাইল (আঃ) মারফত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অহীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) সেই অহী-র বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন করেছেন। এ থেকে কোন বিধানই গোপন রাখেননি। আর তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই অহী অবতরণের সমাপ্তি ঘটেছে। আর কখনো কারো উপর অহী নাযিল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে সৃষ্ট কোন কিছুই ফরয বা ওয়াজিব হবে না।

হে সচেতন মুসলিম ভাই! যেখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই অহী অবতরণের সমাপ্তি ঘটেছে, সেখানে কোন অহী-র মাধ্যমে কিভাবে প্রচলিত চার মাযহাব ফরয সাব্যস্ত হয়েছে? অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিনশত বছর পরে প্রচলিত মাযহাব সমূহের সৃষ্টি হয়েছে।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা নির্দিষ্ট কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের মুক্বাল্লিদ তথা অন্ধানুসারী ছিল না। কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে লোকেরা যেকোন আলেমের

৬. *সিলসিলা ছহীহা হা/ ১৮০৩; সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী হা/১৩৮২৫, ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, ১৫ পৃঃ।*

নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারো মাযহাব যাচাই করা হত না'।[৭] এই উক্তি প্রমাণ করে যে, মাযহাবের তাক্বলীদ শুরু হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরী হতে।

হে মুসলিম ভাই! অনুসরণীয় মাযহাব সমূহের ইমামদের জন্ম-মৃত্যু সনের প্রতি লক্ষ করলে বিষয়টি আরো ভালভাবে স্পষ্ট হবে। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ৬৯ বছর পরে ৮০ হিজরীতে ইরাকের বিখ্যাত নগরী কূফায় জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১৫০ হিজরীতে। ইমাম মালেক (রহঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ৮২ বছর পরে ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১৭৯ হিজরীতে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ১৩৯ বছর পরে ১৫০ হিজরীতে মিছরের গায্যাহ শহরে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ২০৪ হিজরীতে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ১৫৩ বছর পরে ১৬৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ২৪১ হিজরীতে।

অতএব যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় প্রচলিত চার মাযহাবের কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহলে তাঁরা কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? যদি বলেন, তাঁরা কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং তাঁরা একমাত্র অহী-র বিধানের অনুসারী ছিলেন। তাহলে বলব, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের যাবতীয় বিধান বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর পক্ষে কি ফরয কাজ ছেড়ে দেওয়া সম্ভব? এবং তিনি কি এই ফরযের বিধান গোপন রেখেছেন? আর যদি তাঁরা একমাত্র অহী-র বিধানেরই অনুসরণ করে থাকেন তাহলে কি মানব জাতির উপর সেই অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণই ওয়াজিব নয়? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

'রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(সূরা হাশর ৫৯/৭)*।

---

৭. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/১৫২-৫৩ পৃঃ, 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে অহী-র বিধান নিয়ে এসেছেন তা-ই কেবল গ্রহণ করতে হবে। অহী-র বিধান বহির্ভূত কোন আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ–

'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য'।[৮]

আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহী-র বিধান হিসাবে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাতকেই আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। তিনি বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ–

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلاَّ هَالِكٌ–

'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পরিষ্কার দ্বীনের উপর ছেড়ে গেলাম। যার রাতটাও দিনের মত (উজ্জ্বল)। ধ্বংসশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা থেকে সরে আসতে পারে না'।[১০]

অতএব কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট যা নাযিল হয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই অহী নাযিলের সমাপ্তি ঘটেছে। আর কখনই কারো উপর অহী নাযিল হবে না। কোন কিছুই ফরয বা ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই এই বিষয়টি বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

৮. বুখারী ৯৬/২০ নং অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৬৭ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৮।

৯. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, 'কিতাব ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

১০. ইবনু মাজাহ হা/৪৩, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৩৭।

কবরে মানুষকে মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে কি?

হে বিবেকবান মুসলিম ভাই! আপনাকে জিজ্ঞেস করছি- বলুনতো মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন কবরে অথবা বিচার দিবসে তাকে কি প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি কেন অমুক মাযহাব গ্রহণ করনি? বা কেন অমুকের তরীকায় প্রবেশ করনি? আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আদৌ আপনাকে এ প্রশ্ন করা হবে না। বরং প্রশ্ন করা হবে- مَنْ رَبُّكَ؟ 'তোমার রব কে'? অর্থাৎ তুমি কোন মা'বূদের অনুসরণ করতে? مَـا دِيْنُـكَ؟ 'তোমার দ্বীন কি'? অর্থাৎ তুমি কোন ধর্মের অনুসারী ছিলে? مَـنْ نَبِيُّـكَ؟ 'তোমার নবী কে'? অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমার অনুসরণীয় ব্যক্তি কে ছিল? সেই দিন যদি অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম না বলে অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামের নাম বলা হয়, তাহলে তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারিত হবে। সেখানে এই কথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে مَا مَـذْهَبُكَ؟ 'তোমার মাযহাব কি', বা তুমি কোন মাযহাবের এবং কোন ইমামের অনুসরণ করতে? সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কবরে মানুষকে মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।

অতএব হে মুসলিম ভাই! মাযহাবী গোঁড়ামি ছেড়ে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসুন। সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত কায়েম করুন। কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই সমাধান হিসাবে গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি

তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর' *(সূরা নিসা ৪/৫৯)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِيْ اخْتِلاَفًا شَدِيْدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ-

ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের শেষে অত্যন্ত অর্থবহ এক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শুনে চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। জনৈক ছাহাবী বলেই ফেললেন, এটাতো বিদায়ী বক্তব্য মনে হচ্ছে। অতএব আপনি আমাদেরকে কি অছিয়ত করছেন? তিনি (রাসূল) বললেন, আমি তোমাদেরকে অছিয়ত করছি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং আমীরের কথা শুনা ও আনুগত্য করার, যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘ জীবন পাবে, তারা বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা সাবধান থাকবে শরী'আতের ভেতর নবাবিস্কৃত কাজ থেকে, যা ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি সে সময় পেয়ে যাবে তার অবশ্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁত দ্বারা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। অতএব সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন কাজ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'।[১১]

---

১১. *আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া)* ১/১২২ *পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাক্বলীদের পরিচয়

তাক্বলীদের শাব্দিক অর্থ :

‘তাক্বলীদ’ (اَلتَّقْلِيْدُ) শব্দটি ‘ক্বালাদাতুন’ (قَلَادَةٌ) হতে গৃহীত। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। যেমন বলা হয়, قَلَّدَ الْبَعِيْرَ ‘সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে’। সেখান থেকে ‘মুক্বাল্লিদ’ (مُقَلِّدٌ), অর্থ : যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন।

তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ :

তাক্বলীদ হল শারঈ বিষয়ে কোন মুজতাহিদ বা শরী‘আত গবেষকের কথাকে বিনা দলীল-প্রমাণে চোখ বুজে গ্রহণ করা।

১- আল্লামা জুরজানী (রহঃ)-এর মতে,

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ وَلَا دَلِيْلٍ–

‘তাক্বলীদ হল বিনা দলীল-প্রমাণে অন্যের কথা গ্রহণ করা’।[১২]

২- ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর মতে,

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ رَأْيِ مَنْ لَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ بِلَا حُجَّةٍ–

‘তাক্বলীদ হল বিনা দলীলে অন্যের মত গ্রহণ করা, যার মত দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হবে না’।[১৩]

৩- ‘তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান’-এর লেখক মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ)-এর মতে,

---

১২. *জুরজানী, কিতাবুত তা‘রীফাত, পৃঃ ৬৪।*
১৩. *ইমাম শাওকানী, ইরশাদুস সায়েল ইলা দালায়িলিল মাসায়েল, পৃঃ ৪০৮।*

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيْلِهِ-

‘তাক্বলীদ হল কারো দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তার কথা গ্রহণ করা’।[১৪]

তাক্বলীদের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করাই তাক্বলীদ। পক্ষান্তরে দলীলসহ গ্রহণ করলে তা হয় ইত্তেবা। আভিধানিক অর্থে ইত্তেবা হচ্ছে পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থে ‘শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া’।

তাক্বলীদের উৎপত্তি

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের যুগে কেউ কারো তাক্বলীদ করতেন না অর্থাৎ কেউ কারো কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করতেন না। কুরআন ও হাদীছের মধ্যেও ‘তাক্বলীদ’ শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে অর্থগতভাবে তাক্বলীদ সম্পর্কে যা এসেছে তাও খারাপ অর্থে, ভাল অর্থে নয়।

সর্বপ্রথম ‘তাক্বলীদ’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ছাহাবীদের যুগে। ঐ শব্দটি ব্যবহার করে শরী‘আতের যাবতীয় বিষয়ে কারো তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বলেন,

أَلاَ لاَ يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلاً دِيْنَهُ فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ-

‘সাবধান! তোমাদের কেউ যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় দ্বীনের ব্যাপারে কারো তাক্বলীদ না করে, যে (যার তাক্বলীদ করা হয়) ঈমানদার হলে সে (মুক্বাল্লিদ) ঈমানদার হয়, আর কাফের হলে সেও কাফের হয়।[১৫]

---

১৪. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, মুযাক্কিরাতু উছূলিল ফিক্বহ, ৪র্থ মুদ্রণ, (১৪২৫ হিঃ ২০০৪ খৃষ্টাব্দ), মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম ২৯৬ পৃঃ।

১৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৮৫০; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/২০৮৪৬, অলবানী, সনদ ছহীহ।

বলা হয়ে থাকে, যাদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদের উপর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব। এই কথাটিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের যুগে কারো জানা ছিল না। বরং তাঁরা ইসলামের যাবতীয় বিধান দলীলভিত্তিক পালনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইত্তেবা বা অনুসরণ করেছেন, তাক্বলীদ করেননি। কারণ সাধারণ মানুষ- যাদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তারাও শুধুমাত্র একজনের ফৎওয়া গ্রহণ করতেন না। বরং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের নিকট যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নিতেন। আর যারা ফৎওয়া প্রদান করতেন তাঁদের মূল ভিত্তি ছিল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। তৎকালীন যুগে কোন মাযহাব ও নির্দিষ্ট ফিক্বহের কিতাব ছিল না। সুতরাং তাঁরা কারো অন্ধানুসারী ছিলেন না। যদি কারো মধ্যে তাক্বলীদ প্রকাশ পেত, অথবা কারো কোন কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার বিপরীত হত তাহলে অন্যান্য ছাহাবীগণ তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। যেমন-

(١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ-

১. ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না'। তখন বুশায়র ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন কোন লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন কোন লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান (রাঃ) বললেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (হাদীছ) বর্ণনা করছি। আর তুমি কিনা (তদস্থলে) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ?[১৬]

---

১৬. বুখারী হা/৬১১৭, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'লজ্জাশীলতা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/৪৮৮ পৃঃ।

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا-

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, পাথর নিক্ষেপ কর না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপসন্দ করতেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা যায় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা যায় না। তবে এটা কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ উপড়িয়ে দিতে পারে। অতঃপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপসন্দ করেছেন। অথচ (একথা শুনেও) তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না এতকাল এতকাল পর্যন্ত।[১৭]

(٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِيْ نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ أَمْرُ

---

১৭. *বুখারী হা/৫৪৭৯, 'যবেহ ও শিকার' অধ্যায়, 'ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা ও বন্দুক মারা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/২২৬ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯৫৪।*

أَبِيْ يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

৩. ইবনু শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে (ইবনে শিহাব) বলেছেন, তিনি [সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)] শামের একজন লোকের নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তা হালাল। তখন সিরীয় লোকটি বললেন, তোমার পিতা (ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব) তা নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে কাজ আমার পিতা নিষেধ করেছেন সে কাজ যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালন করেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণযোগ্য, না আমার বাবার নির্দেশ অনুসরণযোগ্য? লোকটি বললেন, বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণযোগ্য। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে তামাত্তু আদায় করেছেন।[১৮]

অতএব ইসলামের প্রথম যামানায় তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং তা সৃষ্টি হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিনশত বছর পরে। এ ব্যাপারে আবু ত্বালেব আল-মাক্কী (রহঃ) বলেন,

الْفُتْيَا بِمَذْهَبِ الْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ وَانْتِحَاءُ قَوْلِهِ وَالْحِكَايَةُ لَهُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّفَقُّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ مُحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ النَّاسُ قَدِيْماً عَلَى ذَلِكَ فِيْ القَرْنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِيْ-

নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাব অনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান, তার কথার উপরই নির্ভরশীল হওয়া, সকল বিষয়ে তার মত বর্ণনা করা এবং তার মাযহাবের উপরেই পাণ্ডিত্য অর্জন করা নব আবিষ্কৃত বিষয়, যার উপরে পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দির মানুষ ছিল না।[১৯]

---

১৮. তিরমিযী হা/৮২৩, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ, আলবানী, সনদ ছহীহ।

১৯. আবূ ত্বালেব আল-মাক্কী, কূতুল কুলুব ফী মু'আমালাতিল মাহবুব ১/২৭২ পৃঃ, দারুল কিতাবিল ইলমী, বৈরুত।

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন,

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، رَجُلٌ وَاحِدٌ اتَّخَذَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَلِّدُهُ فِيْ جَمِيْعِ أَقْوَالِه، فَلَمْ يُسْقِطْ مِنْهَا شَيْئًا وَأَسْقَطَ أَقْوَالَ غَيْرِه، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. وَنَعْلَمُ بِالضَّرُوْرَةِ، أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ، وَلَا تَابِعِي التَّابِعِيْنَ، فَلْيُكَذِّبْنَا الْمُقَلِّدُوْنَ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، سَلَّكَ سَبِيْلَهُمُ الْوَخِيْمَةَ فِيْ الْقُرُوْنِ الْفَضِيْلَةِ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِيْ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

নিশ্চয়ই ছাহাবীদের যুগে এমন অবস্থা ছিল না যে, কোন ব্যক্তি তাদের মধ্যে অপর কোন ব্যক্তির সকল কথার তাক্বলীদ করত, তা থেকে কোন কিছুই ছেড়ে দিত না। পক্ষান্তরে অন্যের কথাকে ছেড়ে দিত এবং তা থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করত না। আমরা আবশ্যিকভাবে জানতে পারি যে, নিশ্চয়ই ইহা (তাক্বলীদ) তাবেঈনদের যামানায় ছিল না এবং ছিল না তাবেঈ তাবেঈনদের যামানাতেও। তাক্বলীদপন্থীগণ কোন একজন ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করে আমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত মর্যাদাপূর্ণ যুগে তাক্বলীদের সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষ্য মতে তারা (তাক্বলীদপন্থীগণ) তাদের এই (তাক্বলীদের) অনুপযোগী পথকে মর্যাদাপূর্ণ যুগে প্রবিষ্টিত করেছে। নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতে নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দীতে এই বিদ‘আত সৃষ্টি হয়েছে।[২০]

অতএব বুঝা গেল, ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ‘জেনে রাখ, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা নির্দিষ্ট কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের মুক্বাল্লিদ তথা

২০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ৭/৫০৯ পৃঃ।

অন্ধানুসারী ছিল না। কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারো মাযহাব যাচাই করা হত না'।[২১]

এই উক্তি প্রমাণ করে যে, মাযহাবের তাক্বলীদ শুরু হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরী হতে। ওলামায়ে কেরাম-যাদের ইজতিহাদ সর্বত্র গৃহীত হয়েছে, তাঁরা সকলেই তাক্বলীদের বিরোধিতা করেছেন।

যেমন- হাম্বলী ও শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন,

لَا يَجُوْزُ الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ النَاسِ أَنَّ التَّقْلِيْدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَأَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ عَالِمٍ-

'নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা উহা ইলম নয়। আর ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান করা হারাম। আর এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, তাক্বলীদের নাম ইলম নয় এবং মক্বাল্লিদের নাম আলেম নয়।[২২]

অতএব তাক্বলীদ নয়, কুরআন ও হাদীছের যথাযথ অনুসরণই ইসলামের মৌলিক বিষয়। যেমনটি অনুসরণ করেছেন সালাফে ছালেহীন। তারা কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

প্রসিদ্ধ চার ইমামের সাথে তাঁদের ছাত্রদের অনেক মাসআলায় মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 'মুখতাছারুত ত্বহাবী' গ্রন্থে অনেক মাসআলাতে ইমাম আবু হানীফার মতের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে 'হেদায়াহ' গ্রন্থ প্রণেতা মারগিনানী, 'বাদায়েয়ুছ ছানায়ে' প্রণেতা আল-কাসানী, 'ফাতহুল ক্বাদীর' প্রণেতা কামাল ইবনুল হুমাম প্রমুখ আলেম হানাফী মাযহাবের বড় বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইমাম আবু হানীফার অন্ধানুসারী ছিলেন না; বরং কুরআন ও হাদীছ অনুসরণ করতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফার অনেক মতকে

---

২১. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/১৫২-৫৩ পৃঃ, 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

২২. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, 'কারো তাক্বলীদ করে ফৎওয়া দেওয়া' অধ্যায় ২/৮৬ পৃঃ।*

তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ইমাম আবু হানীফার অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ. 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।

অনুরূপভাবে ইবনু কুদামা (রহঃ), শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ), ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), ইবনু রজব (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের খ্যাতনামা বিদ্বান ছিলেন। আবু ইসহাক আশ-শীরাযী (রহঃ), ইমাম নববী (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের এবং ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ), ইবনু রুশদ (রহঃ), ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) মালেকী মাযহাবের বিদ্বান ছিলেন। তাঁদের কেউ কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধানুসারী ছিলেন না। বরং তাঁরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের ইমামদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি।

ইত্তেবা ও তাক্বলীদের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণের নাম ইত্তেবা।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

'তোমার নিকট এজন্য কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমার অন্তরে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন অলি-আউলিয়ার অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/২-৩)*।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দু'টি ভিন্ন বিষয়। এদু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'তাক্বলীদ' হল নবী ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে গ্রহণ

করা। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হল দলীল ব্যতীত অন্যের রায়ের অনুসরণ। আর অন্যটি হল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। মূলতঃ 'তাক্বলীদ' হল রায়ের অনুসরণ। আর 'ইত্তেবা' হল 'রেওয়ায়াতে'র অনুসরণ।[২৩]

যেমন ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

اَلتَّقْلِيْدُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرَّأىِ وَالْإِتِّبَاعُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِيْ الـــدِّيْنِ مَسُوْغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ-

'তাক্বলীদ হল রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ'।[২৪]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, 'তাক্বলীদ হল কারো দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তার কথা গ্রহণ করা, যা তার ইজতিহাদ বা গবেষণা ব্যতীত কিছুই নয়। পক্ষান্তরে শারঈ দলীল কারো মাযহাব ও কথা নয়; বরং তা একমাত্র অহী-র বিধান, যার অনুসরণ করা সকলের উপর ওয়াজিব'।[২৫]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'ইত্তেবা হল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তার ছাহাবীগণ হতে যা কিছু এসেছে তা গ্রহণ করা'। অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না এবং তাক্বলীদ করো না মালেক, ছাওরী ও আওযা'ঈরও। বরং গ্রহণ কর তারা যা হতে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ।[২৬]

উলেখ্য যে, কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' নয়, বরং তা হল 'ইত্তেবা'। অনুরূপভাবে কোন আলেমের দেওয়া ফৎওয়ার বিপরীতে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া

---

২৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (রাজশাহী ঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০১০, পৃঃ ৭।

২৪. শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃঃ), পৃঃ ১৪।

২৫. তদেব।

২৬. ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৩/৪৬৯পৃঃ।

পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় ‘ইত্তেবা’। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের যুগে তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং তাঁদের দলীলভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে ‘তাক্বলীদ’ বলে ভুল বুঝিয়েছেন।

ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ করতে কখনই বলেনি। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানবরচিত কোন মতবাদই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তি ও আসতে পারে না। আর এজন্যই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

তাক্বলীদের ব্যাপারে চার ইমামের নিষেধাজ্ঞা

ইসলামের প্রসিদ্ধ চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাট পণ্ডিত, পরহেযগার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। দুনিয়ার বুকে পিওর ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন মানুষের সার্বিক জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তোলার। কোন মাসআলার ফায়ছালা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে না পেলে তাঁরা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ফায়ছালা প্রদান করেছেন। তাতে ভুল হলেও তাঁরা ছওয়াবের অধিকারী হয়েছেন।

এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ-

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, ‘কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে

দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার'।[২৭]

অত্র হাদীছের উপর ভিত্তি করেই ইমামগণ ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণা করে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হাদীছ না থাকলে হয়তবা তাঁরা ইজতিহাদ করতেন না। কারণ তাঁরা ভয় করতেন যে, তাঁদের কথা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে যেতে পারে। এজন্য তাঁরা তাঁদের তাক্বলীদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন-

১- ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

١ – إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ–

১- 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[২৮]

٢ – لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ–

২- 'আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি, তা না জেনে আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়'।[২৯]

٣ – حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِيْ–

৩- 'যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না, আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা তার জন্য হারাম'।[৩০]

٤ – إِنَّنَا بَشَرٌ، نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ، وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا–

২৭. *বুখারী হা/৭৩৫২, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, 'বিচারক ইজতিহাদে ঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৬৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৬।*

২৮. *হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন, ১/৬৩ পৃঃ।*

২৯. *তদেব, ৬/২৯৩ পৃঃ।*

৩০. *ড. অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস, আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু ফী যুইল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, পৃঃ ২০।*

৪- 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষ। আমরা আজকে যা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি'।[৩১]

٥- وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ! لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

৫- 'তোমার জন্য আফসোস হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যা শোন তাই লিখে নিও না। কারণ আমি আজ যে মত প্রদান করি, কাল তা প্রত্যাখ্যান করি এবং কাল যে মত প্রদান করি, পরশু তা প্রত্যাখ্যান করি'।[৩২]

٦- إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ وَخَبَرَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرُكُوْا قَوْلِيْ-

৬- 'আমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার (হাদীছ) বিরোধী কোন কথা বলে থাকি, তাহলে আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও'।[৩৩]

২- ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

١- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ، فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِيْ، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوْهُ-

১- 'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, আবার ঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হবে সেগুলো গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূলে হবে তা প্রত্যাখ্যান কর'।[৩৪]

---

৩১. তদেব।

৩২. তদেব।

৩৩. ছালেহ ফুলানী, ইক্বায়ু হিমাম, ৫০ পৃঃ ।

৩৪. ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/১৪৯ পৃঃ।

٢- لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

২- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথাই গ্রহণীয় বা বর্জনীয়, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত'।[৩৫]

৩- ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

١- إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعُوْا مَا قُلْتُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَاتَّبِعُوْهَا، وَلَا تَلْتَفِتُوْا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ-

১- 'যদি তোমরা আমার বইয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাও, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বল এবং আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান কর'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কথারই অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার দিকে দৃকপাত কর না'।[৩৬]

٢- كُلُّ مَا قُلْتُ، فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ أَوْلَى، فَلَا تُقَلِّدُوْنِيْ-

২- 'আমি যেসব কথা বলেছি, তা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হয়, তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই অগ্রগণ্য। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না'।[৩৭]

٣- كُلُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ قَوْلِيْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوْهُ مِنِّيْ-

৩- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা তা না শুনে থাক'।[৩৮]

---

৩৫. তদেব, ৬/১৪৫ পৃঃ।

৩৬. ইমাম নববী, আল-মাজমূ, ১/৬৩ পৃঃ।

৩৭. ইবনু আবী হাতেম, ৯৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৪- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

١- لَا تُقَلِّدْنِيْ، وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الْشَافِعِيَّ وَلَا الأَوْزَاعِيَّ وَلَا الْثَوْرِيَّ، وَخُــذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا-

১- 'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং তাক্বলীদ কর না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তাঁরা যে উৎস হতে গ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে তোমরাও গ্রহণ কর'।[৩৯]

٢- مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ-

২- 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল'।[৪০]

নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করার হুকুম

কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য (সে শিক্ষিত হোক বা মূর্খই হোক) নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ তথা বিনা দলীলে তার থেকে সকল মাসআলা গ্রহণ করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসরণ করা ফরয মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির অন্ধানুসরণ না করে শুধু কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে

---

৩৮. *তদেব।*

৩৯. *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/৩০২ পৃঃ।*

৪০. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, মুকাদ্দামাতু ছিফাতি ছালাতিন নাবী (ছাঃ), ৪৬-৫৩ পৃঃ।*

বন্ধুরূপে অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/৩)*।

আর আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত বিধান বুঝার জন্য যোগ্য আলেমের নিকটে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়ে বলেন- 'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩)*।

অতএব শরী'আতের অজানা বিষয় সমূহ আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে হবে।

তাক্বলীদ একটি বহু প্রাচীন জাহেলী প্রথা। বিগত উম্মতগুলির অধঃপতনের মূলে তাক্বলীদ ছিল সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল উপাদান। তারা তাদের নবীদের পরে উম্মতের বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের অন্ধানুসরণ করে এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে রব-এর আসন দিয়ে সম্মান প্রর্দশন করতে থাকে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِــرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ব্যতীত কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আরবাব' অর্থ এটা নয় যে, ইহুদী-নাছারাগণ তাদেরকে বিশ্বচরাচরের 'রব' মনে করত। বরং এর অর্থ হল এই যে, তারা তাদের আদেশ ও নিষেধ সমূহের আনুগত্য করত। যেমন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাছারা বিদ্বান আদী বিন হাতিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে তওবা পড়ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত (তওবা ৩১) আয়াতে পৌঁছে গেলেন। আদী বললেন, আমরা তাদের ইবাদত করি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জওয়াবে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু

হালাল করেছেন তা কি তারা হারাম করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম গণ্য করতে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল গণ্য করতে। আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটাইতো তাদের ইবাদত হল।[৪১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَــانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ-

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি'? *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর নাযিলকৃত প্রকাশ্য দলীল সমূহের অনুসরণ করে। কিন্তু তারা বলে যে, আমরা ওসবের অনুসরণ করব না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করব। তারা যেন তাক্বলীদের মাধ্যমে দলীলকে প্রতিরোধ করছে।

ইমাম রাযী বলেন, যদি মুক্বালিদ ব্যক্তিটিকে বলা হয় যে, কোন মানুষের প্রতি তাক্বলীদ সিদ্ধ হবার শর্ত হল একথা জ্ঞাত হওয়া যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপরে আছেন, একথা তুমি স্বীকার কর কি-না? যদি স্বীকার কর তাহলে জিজ্ঞেস করব তুমি কিভাবে জানলে যে লোকটি হক-এর উপরে আছেন? যদি তুমি অন্যের তাক্বলীদ করা দেখে তাক্বলীদ করে থাক, তাহলে তো গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে গেল। আর যদি তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে থাক, তাহলে তো আর তাক্বলীদের দরকার নেই, তোমার জ্ঞানই যথেষ্ট। যদি তুমি

৪১.ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ১৬/২৭ পৃঃ; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ১৫১ পৃঃ।

বল যে, ঐ ব্যক্তি হকপন্থী কি-না তা জানা বা না জানার উপরে তাক্বলীদ নির্ভর করে না, তাহলে তো বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি বাতিলপন্থী হলেও তুমি তার তাক্বলীদকে সিদ্ধ করে নিলে। এমতাবস্থায় তুমি জানতে পার না তুমি হকপন্থী না বাতিলপন্থী। জেনে রাখা ভাল যে, পূর্বের আয়াতে (বাক্বারাহ ১৬৮-১৭০) শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করার পরেই এই আয়াত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে ইংগিত দিয়েছেন যে, শয়তানী ধোঁকার অনুসরণ করা ও তাক্বলীদ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব এই আয়াতের মধ্যে মযবুত প্রমাণ নিহিত রয়েছে দলীলের অনুসরণ এবং চিন্তা-গবেষণা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ও দলীলবিহীন কোন বিষয়ের দিকে নিজেকে সমর্পণ না করার ব্যাপারে।[৪২]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষের উপরে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে ফিরে চল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার লক্ষ্যেই আমীরের আনুগত্য করতে হবে। অতঃপর পরস্পরে মতভেদ দেখা দিলে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে। আর যখন কোন নতুন বিষয় আসবে তখন এমন

৪২. তাফসীরুল কাবীর, ৫/৭ পৃঃ; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ১৫৩-১৫৪ পৃঃ।

আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করতে হবে, যিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যাচাই করে ফৎওয়া প্রদান করেন। এক্ষেত্রে মাযহাবী গোঁড়ামিকে কখনোই স্থান দেয়া যাবে না। অর্থাৎ একজন যোগ্য আলেম- সে যে মাযহাবেরই অনুসারী হোক না কেন, তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি কোন মানুষ নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করে আর দেখে যে, কিছু মাসআলার দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবই শক্তিশালী, তাহলে তার উপর মাযহাবী গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে শক্তিশালী দলীল গ্রহণ করাই ওয়াজিব। আর যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর মাযহাবী গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৩]

একদা শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া জিজ্ঞাসিত হলেন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবের অনুসারী এবং মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। অতঃপর তিনি হাদীছ গবেষণায় লিপ্ত হন এবং এমন কিছু হাদীছ তার সামনে আসে, যে হাদীছগুলোর নাসখ, খাছ ও অপর হাদীছের বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তার মাযহাব হাদীছগুলোর বিরোধী। এখন তার উপর কি মাযহাবের অনুসরণ করা জায়েয, না তার মাযহাব বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলোর উপর আমল করা ওয়াজিব?

জওয়াবে তিনি বলেন, 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ফরয করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষের আনুগত্য তথা তার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্য করাকে ফরয করেননি, যদিও সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়। আর সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষ মা'ছূম বা নিষ্পাপ নয়, যার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর ইমামগণ অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪]

৪৩. ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া, ২০/২০৮-২০৯ পৃঃ।
৪৪. তদেব, ২০/২১০-২১৬ পৃঃ।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

لَا يَصِحُّ لِلْعَامِّيِّ مَذْهَبٌ وَلَوْ تَمَذْهَبَ بِهِ فَالْعَامِّيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ إِنَّمَا يَكُوْنُ لِمَنْ لَهُ نَوْعُ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ وَيَكُوْنُ بَصِيْرًا بِالْمَذَاهِبِ عَلَى حَسَبِهِ أَوْ لِمَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِيْ فُرُوْعِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَعَرَفَ فَتَاوَى إِمَامَهُ وَأَقْوَالَهُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِذَلِكَ أَلْبَتَّةَ بَلْ قَالَ أَنَا شَافِعِيٌّ أَوْحَنْبَلِيٌّ أَوْغَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا فَقِيْهٌ أَوْنَحْوِيٌّ أَوْكَاتِبٌ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ-

শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা সিদ্ধ নয়, যদিও তারা তা করে থাকে। অতএব শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোন মাযহাব নেই। কেননা মাযহাব তার জন্য যে অনুসরণীয় মাযহাবের ব্যাপারে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, দলীল সম্পর্কে অবহিত এবং সাধ্যানুযায়ী সচেতন। অথবা যে অনুসরণীয় মাযহাবের শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার কোন বই পড়েছে এবং অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামের ফৎওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। পক্ষান্তরে যে আদৌ উপরিউক্ত যোগ্যতার অধিকারী নয় বরং নিজেকে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী বলে দাবী করে তার কথা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নাহু না পড়ে নিজেকে নাহুবিদ দাবী করে, ফিক্বহ না পড়ে নিজেকে ফক্বীহ দাবী করে, কোন বই না লিখে নিজেকে লেখক দাবী করে।[৪৫]

ইবনু আবিল ইযয হানাফী (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তির সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যে বিষয়ের দলীল বা আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে তার জানা না থাকে এবং বিরোধী কোন মতও জানা না থাকে, তাহলে তার উপর কোন ইমামের তাক্বলীদ করা জায়েয'। কিন্তু যদি তার সামনে দলীল স্পষ্ট হয়, আর সে নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদকে জলাঞ্জলী দিয়ে উক্ত দলীলকেই গ্রহণ করে, তাহলে সে মুক্বাল্লিদ তথা কোন ব্যক্তির অন্ধানুসারী না হয়ে মুত্তাবি তথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

---

৪৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৬/২০৩-২০৫ পৃঃ।

Contents

আর যদি তার সামনে দলীল স্পষ্ট হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা দলীলকে বুঝার পরও তাকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করে, সে আল্লাহ তা'আলার অত্র বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে,

وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ-

'এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি' *(যুখরুফ ৪৩/২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ-

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না; বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও'? *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।[৪৬]

মা'ছূমী (রহঃ) বলেন,

وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لِهَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْمُبْتَدِعَةِ الشَائِعَةِ وَالْمُتَعَصِّبِيْنَ لَهَا, فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتَّبِعُ مَا نُسِبَ إِلَى مَذْهَبِهِ مَعَ بُعْدِهِ عَنِ الْدَلِيْلِ, وَيَعْتَقِدُهُ كَأَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ, وَهَذَا نَأْيٌ عَنِ الْحَقِّ, وَبُعْدٌ عَنِ الْصَّوَابِ, وَقَدْ شَاهَدْنَا وَجَبَرْنَا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ إِمَامَهُمْ يَمْتَنِعُ عَلَى مِثْلِهِ الْخَطَأُ, وَأَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ

৪৬. ইবনে আবিল ইযয হানাফী, আল-ইত্তিবা, ৭৯-৮০ পৃঃ।

الْصَّوَابُ أَلْبَتَّةَ, وَأَضْمَرَ فِيْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ تَقْلِيْدَهُ وَإِنْ ظَهَرَ الْدَلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ-

ব্যাপক প্রসারিত নব আবিস্কৃত মাযহাব সমূহের অন্ধ অনুসারীদের ব্যাপারে আশ্চর্যের বিষয় হল, নিশ্চয়ই তাদের কেউ (মুকাল্লিদ) তারই অনুসরণ করে যা কেবল মাত্র তার মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত, যদিও তা দলীল থেকে অনেক দূরে হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি (অনুসরণীয় ইমাম) আল্লাহ প্রেরিত নবী। আর অন্যজন হক্ব থেকে আনেক দূরে এবং সঠিকতা থেকে অনেক দূরে। আর অমরা লক্ষ্য করেছি, নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুকাল্লিদগণ বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমামের এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব। বরং তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। কিন্তু তারা তাদের অন্তরে গোপন রেখেছে যে, তারা কখনই তাদের (অনুসরণীয় ইমাম) তাক্বলীদ ছাড়বে না, যদিও দলীল তার বিপরীত হয়।[৪৭]

কামাল বিন হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْتِزَامَ مَذْهَبِ مُعَيَّنٍ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى الصَحِيْحِ, لِأَنَّ الْتِزَامَهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ, إِذْ لاَ وَاجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ, وَلَمْ يُوْجِبُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الأَئِمَّةِ, فَيُقَلِّدُهُ فِيْ دِيْنِهِ فِيْ كُلِّ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ دُوْنَ غَيْرِهِ, وَقَدْ انْطَوَتْ القُرُوْنُ الفَاضِلَةُ عَلَى عَدَمِ القَوْلِ بِلُزُوْمِ التَمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ-

ছহীহ মতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। কেননা তার (মাযহাবের) অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়নি। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা ওয়াজিব করেননি তা কখনই ওয়াজিব হবে না। আর অল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) মানুষের মধ্যে কারো উপর ইমামগণের কোন একজনের মাযহাবকে এমনভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব করনেনি যে, দ্বীনের ব্যাপারে তার (ইমাম) আনীত সকল কিছুই গ্রহণ করবে এবং অন্যের সকল

৪৭. আল-মা'ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৭৬ পৃঃ।

কিছু পরিত্যাগ করবে। নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার কথা বলা ছাড়াই মর্যাদাপূর্ণ শতাব্দী সমূহ অতিবাহিত হয়েছে ।[৪৮]

সাবেক সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব' মর্মে প্রচলিত কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল; বরং চার মাযহাবসহ অন্যদের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কুরআন ও সান্নাহ-এর ইত্তেবা করার মধ্যেই হক নিহিত আছে, কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের মধ্যে নয়' ।[৪৯]

অতএব নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণ করা নিকৃষ্ট বিদ'আত, যা অনুসরণ করার আদেশ কোন ইমামই দেননি; যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তাদের অনুসারীদের চেয়ে বেশী অবগত। সুতরাং নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণ না করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে হবে। যখনই ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে তখনই তা নিঃশর্তভাবে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে।

তাক্বলীদপন্থীদের দলীল ও তার জবাব

প্রথম দলীল : তাক্বলীদপন্থীদের নিকট তাক্বলীদ জায়েয হওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ– 'আর জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক' *(নাহল ১৬/৪৩)*। আর আমরা অজ্ঞ ব্যক্তি। অতএব আমাদের উপর ওয়াজিব হল আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করা ও তাদের দেওয়া ফৎওয়ার তাক্বলীদ করা।

জবাব : আয়াতে বর্ণিত أَهْلُ الذِّكْرِ কারা? তারাও যদি অন্য কারো মুক্বাল্লিদ হয়, তাহলে তারা অন্যদেরকেও ভুলের মধ্যে পতিত করবে। আর যদি তারাই

৪৮. আল-মা'ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৫৬ পৃঃ।
৪৯. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া, ৩/৭২ পৃঃ।

প্রকৃত أَهْــلُ الــذِّكْرِ না হয়, তাহলে এতে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হবে।

আয়াতে বর্ণিত أَهْلُ الذِّكْرِ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। নিম্নে তা উলেখ করা হল।-

১- ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَهْلُ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, أَهْلُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের অনুসারীগণ।[৫০]

২- ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, তারা হলেন أَهْلُ الْــسُّنَنِ তথা সুন্নাতের অনুসারীগণ অথবা أَهْلُ الْوَحِيْ অর্থাৎ অহী-র বিধানের অনুসারী।[৫১]

তিনি আরো বলেন, أَهْلُ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন আলেমগণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّــا لَــهُ لَحَــافِظُوْنَ 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

অতএব আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পারদর্শী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের প্রতিও এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেন। তেমনি তাঁদের ভ্রষ্ট মতামত প্রদান ও মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুকে বৈধ করার অনুমতি দেননি।[৫২]

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে অহী তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আমাদেরকে একই নির্দেশ প্রদান

---

৫০. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/১৬৪ পৃঃ।
৫১. ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৮৩৮ পৃঃ।
৫২. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৮৩৮ পৃঃ।

করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا–

'আর তোমাদের ঘরে আল্লাহ্র যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত' *(আহযাব ৩৩/৩৪)*।

অতএব আমাদের সকলের উপর ওয়াজিব হল কুরআন ও সুন্নাহর ইত্তেবা করা এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যেকোন যোগ্য আলেমের নিকট শরী'আতের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ বা অন্ধানুসরণ না করা। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম এবং সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। অনুরূপভাবে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে বিশেষ করে আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর বাড়ির অভ্যন্তরের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ফক্বীহগণের মধ্যেও অনুরূপ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে বলেছেন,

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنِّيْ، فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَأَعْلِمْنِيْ حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ شَامِيًا كَانَ أَوْ كُوْفِيًا أَوْ بَصْرِيًا–

'হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আমার চেয়ে হাদীছ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন, যখন ছহীহ হাদীছ পাবেন, তখন তা আমাকে শিক্ষা দিবেন। যদিও তা গ্রহণ করার জন্য আমাকে শাম, কুফা অথবা বাছরায় যেতে হয়'।[৫৩]

অতীতে আলেমগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না যে, তিনি নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বা মাযহাবের রায় বা অভিমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং

---

৫৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৪; আবু আব্দুর রহমান সাঈদ মা'শাশা, আল-মুকাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আহ, ৯৪ পৃঃ।

অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মাযহাবের রায়কেই গ্রহণ করতেন এবং অন্যান্য রায়ের বিরোধিতা করতেন।[৫৪]

দ্বিতীয় দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে, আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে তাঁর ও তাঁর রাসূলের এবং আমীরের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। আর আমীর বলতে আলেম ও রাষ্ট্র প্রধানগণকে বুঝায়। অতএব তাঁদের আনুগত্য করার অর্থ হল তাদের দেওয়া ফৎওয়ার তাক্বলীদ করা। যদি তাক্বলীদ জায়েয না হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা খাছ করে তাদের আনুগত্য করতে বলতেন না।

জবাব : প্রথমতঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করার লক্ষ্যেই আলেম ও আমীরের আনুগত্য করতে হবে। কেননা দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব আলেমগণের এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমীরের। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লক্ষ্যে হকপন্থী আলেম ও আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং আয়াতে বলা হয়নি যে, কোন মানুষের মতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে তার অন্ধানুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ 'উলিল আমর' কারা? তা জানা আবশ্যক।

১- আল্লামা নাসাফী (রহঃ) বলেন, 'উলিল আমর' হলেন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা আলিমগণ। কারণ তাঁদের নির্দেশ অধীনস্থ নেতাদের উপর জারী হয়। আয়াতটি প্রমাণ করে যে, শাসকদের কথা তখন মান্য করা আবশ্যক, যখন তাঁরা সত্যের উপরে থাকে। কিন্তু তাঁরা যদি সত্যের বিরোধিতা করেন তাহলে তাঁদের কথা মানা যাবে না। কারণ নবী (ছাঃ) বলেন, لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় সৃষ্টিজীবের কথা মানা যাবে না'।[৫৫]

---

৫৪. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৬৪ পৃঃ।
৫৫. তাফসীরে নাসাফী, ১/১৮০ পৃঃ।

২- আল্লামা বাগাভী (রহঃ) বলেন, 'উলিল আমর'-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। বিখ্যাত ছাহাবী ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) বলেন, তাঁরা হলেন সেইসব ফিকহবীদ ও আলিমগণ যাঁরা লোকদেরকে তাঁদের ধর্ম শিক্ষা দেন। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তাঁরা হলেন শাসক ও রাষ্ট্রনায়কগণ। আলী ইবনে আবু ত্বালিব (রাঃ) বলেন, একজন নেতার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফায়ছালা দেওয়া এবং আমানত আদায় করা। যখন তাঁরা এরূপ করবেন, তখন তাঁদের প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কথা শোনা ও মানা।[৫৬]

৩- আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেন, 'উলিল আমর'-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কেউ বলেন, 'উলিল আমর' হলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ও তাঁর পরের মুসলমানদের শাসকগণ। তাঁদের সাথে খলীফাগণ এবং বাদশাহ ও বিচারপতিগণও গণ্য। কারো মতে যুদ্ধের নেতাগণ। কারো মতে বিদ্বানগণ।[৫৭]

৪- আল্লামা ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহঃ) বলেন, 'উলিল আমর' হলেন, ফিকহবীদ, আলিমগণ ও শিক্ষাগুরুগণ। তাঁদের হুকুম তখনই মানা অপরিহার্য হবে যখন তাঁর হুকুমটা শরী'আত বিরোধী হবে না।[৫৮]

৫- হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'উলিল আমর'-এর মধ্যে যেকোন শাসক ও আলিম হতে পারেন; যখন তাঁরা আল্লাহকে মানার নির্দেশ দেন এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেন।[৫৯]

৬- আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, 'উলিল আমর' হলেন আলিমগণ। অথচ মুফাসসিরগণ বলেছেন, 'উলিল আমর' প্রথমতঃ শাসকগণ এবং দ্বিতীয়তঃ আলিমগণ। এদের কারো কথা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে না যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আল্লাহর কথা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, কিছু আলিম এমনও আছেন, যারা লোকদেরকে তাঁদের কথা বিনা দলীলে

---

৫৬. তাফসীরে বাগাভী, ১/৪৫৯ পৃঃ।
৫৭. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ৫/৬৫ পৃঃ।
৫৮. তাফসীরে মাযহারী, ২/১৫২ পৃঃ।
৫৯. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/৫১৯ পৃঃ।

মেনে নিতে বলেন তাহলে তাঁরা লোকদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পথ দেখাবেন। এমতাবস্থায় তাদের কথা গ্রহণ করা যাবে না।[৬০]

উপরিউল্লিখিত মুফাসসিরগণের তাফসীরের সারাংশ এই যে, 'উলিল আমর' হচ্ছেন রাষ্ট্রনায়ক, দেশের শাসক, বাদশাহ, আলিমগণ ও ফিকহবীদগণ এবং শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুগণ। এঁদের সকলের কথা তখন গ্রহণ করা যাবে, যখন তাঁরা কুরআন ও হাদীছ তথা অহীয়ে ইলাহী অনুযায়ী নির্দেশ দিবেন। অন্যথা তাঁদের ব্যক্তিগত রায় বা মতের অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। যেমন- বারীরাহ (রাঃ) স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত সুপারিশ গ্রহণ করেননি।[৬১]

তৃতীয়তঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যশীল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ ইলম অর্জন না করে। আর যে ব্যক্তি নিজেই তার অজ্ঞতার স্বীকৃতি দেয় এবং নির্দিষ্ট কোন আলেমের মুক্বাল্লিদ হয়, সে কখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত আনুগত্যশীল হতে পারে না।

চতুর্থতঃ যারা প্রকৃত হকপন্থী আলেম তাঁরা সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পর্যন্ত তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।

পঞ্চমতঃ অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করা বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন এবং কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মাযহাবের দিকে ফিরে না গিয়ে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬২]

তৃতীয় দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) শুরাইহ (রাঃ)-এর নিকট লিখেছিলেন, হে শুরাইহ!

---

৬০. তাফসীরে রূহুল বায়ান, ১/২৬৩-২৬৪ পৃঃ।

৬১. বুখারী হা/ ৫২৮৩, 'তালাক' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/১২৬ পৃঃ।

৬২. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৯ পৃঃ; আল-ক্বাওলিল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, ২৪/৩৫ পৃঃ।

اقْضِ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ وَلَا فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ-

তুমি আল্লাহ তা'আলার কিতাব (কুরআন) দ্বারা বিচার ফায়ছালা কর। যদি কিতাবে না পাও, তাহলে সুন্নাহ দ্বারা ফায়ছালা কর। যদি তাতেও না পাও, তাহলে ছালেহ বা নেককার ব্যক্তিগণের ফায়ছালা গ্রহণ কর।[৬৩] অতএব উল্লিখিত আছার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাক্বলীদ জায়েয।

জবাব : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার জন্য এটাই সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল। কেননা ওমর (রাঃ) কুরআনের হুকুমকে সবার আগে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ মিললে অন্য কিছুর দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। কুরআনে প্রমাণ না মিললে সুন্নাতের দ্বারা ফায়ছালা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রেও অন্য দিকে তাকানোর অবকাশ নেই। আর যদি কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও না পাওয়া যায়, তাহলে ছাহাবীদের ফায়ছালা গ্রহণ করতে হবে। এখন আমরা লক্ষ্য করব তাক্বলীদপন্থীদের দিকে, তারা কি উল্লিখিত ক্বায়দায় দলীল গ্রহণ করে? যখন নতুন কোন ঘটনা ঘটে তখন তারা কি উল্লিখিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথমে কুরআন দ্বারা, তাতে না পেলে সুন্নাহ দ্বারা, তাতেও না পেলে ছাহাবীগণের ফৎওয়া দ্বারা ফায়ছালা গ্রহণ করে? কখনই না, এক্ষেত্রে তারা তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের ইমাদের মতকেই সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দেয়। তারা কুরআন ও সুন্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এমনকি কুরআন ও সুন্নাতের স্পষ্ট দলীল তাদের অনুসরণীয় ইমামের মতের বিরোধী হলে কুরআন ও সুন্নাতকে জলাঞ্জলী দিয়ে ইমামের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অতএব ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর এই লিখা তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৬৪]

তাছাড়া ওমর (রাঃ) কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, যেমন-

---

৬৩. নাসাঈ হা/৫৩৯৯; দারেমী হা/১৬৭, আলবানী সনদ ছহীহ মাওকূফ, দ্র: ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৯।

৬৪. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৭৩-১৭৪ পৃঃ।

عَنْ الْحَارِث بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَة تَطُوْفُ بِالْبَيْت يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْت قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ-

হারিছ ইবনে অব্দুল্লাহ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট এসে এক নারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম যে কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ঋতুবতী হয়েছে। ওমর (রাঃ) বললেন, তার সর্বশেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। অধঃস্তন রাবী বলেন, তখন হারিছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই আমাকে ফৎওয়া দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার আচরণে দুঃখিত হলাম। তুমি আমাকে না জানার ভান করে এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছো যা তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে পূর্বেই জিজ্ঞেস করে ওয়াকিফহাল হয়েছো, যাতে আমি তাঁর বিরোধী মত ব্যক্ত করি'।[৬৫]

অতএব এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল পাওয়া গেলে আর কোন দিকে তাকানোর অবকাশ নেই। সে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন।

আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই যে, খুলাফায়ে রাশেদার যুগে একজন আরেকজনের মতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যেমন ওমর (রাঃ) কিছু ক্ষেত্রে আলী ও যায়েদ (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন; ওছমান (রাঃ) কিছু ক্ষেত্রে ওমর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু কেউ এই কথা বলেননি যে, আমি তোমাদের ইমাম, আমার বিরোধিতা করছ কেন? যদি তাক্বলীদ ফরয বা ওয়াজিব হত, তাহলে কেউ এই ফরয ছেড়ে দিতেন না। সকলেই একজন না একজনের তাক্বলীদ করতেন।

---

৬৫. আবুদাউদ হা/২০০৪, 'তাওয়াফে যিয়ারতের পর ঋতুবতী নারীর মক্কা থেকে প্রস্থান' অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ ।

চতুর্থ দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, যেমন সাত প্রকার ক্বিরাআতের মধ্যে যেকোন এক প্রকারের ক্বিরাআতে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয, তেমনি চার মাযহাবের যেকোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয। এ দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

জবাব : এই যুক্তি স্পষ্ট ভুল। কেননা সাত প্রকার ক্বিরাআত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। হাদীছে এসেছে,

عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيْهَا وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لِيْ أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوْا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ-

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযামকে সূরা ফুরক্বান আমি যেভাবে পড়ি তা হতে ভিন্ন পড়তে শুনলাম। আর যেভাবে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তার ছালাত শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে যা পড়তে শিখিয়েছেন, আমি তাকে তা হতে ভিন্ন পড়তে শুনেছি। নবী (ছাঃ) আমাকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারপর তাকে পড়তে বললেন, সে পড়ল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এরূপ নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও তখন পড়লাম। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এরূপও নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তাই যেরূপ সহজ হয় তোমরা সেরূপেই তা পড়।[৬৬]

৬৬. *বুখারী হা/২৪১৯, 'ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৫২৭ পৃঃ; মুসলিম হা/৮১৮; মিশকাত হা/২২১১।*

অতএব আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কুরআন তেলাওয়াত সহজ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার ক্বিরাআত নাযিল করেছেন। আর এই কারণে প্রত্যেক মুসলিমের উপর যেকোন এক প্রকারের ক্বিরাআত জায়েয। কিন্তু প্রচলিত চার মাযহাব ফরয হওয়ার কোন বিধান নাযিল হয়নি। বরং প্রত্যেকটি মাযহাবের মধ্যে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।[৬৭]

পঞ্চম দলীল : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ : إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর উপরে একমত হবে না। সুতরাং যখন তোমরা মতবিরোধ দেখ তখন তোমরা বড় জামা'আতের অনুসরণ কর।[৬৮]

উল্লিখিত হাদীছটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বেশীরভাগ মুসলমান যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সে মতেরই অনুসরণ করতে হবে। সে মত থেকে কখনোই পৃথক হওয়া যাবে না। আমাদের দেশে যেহেতু হানাফী মাযহাবের লোক বেশী সেহেতু হানাফী মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব। এই মাযহাব থেকে আলাদা হলে সে জাহান্নামী।

জবাব : প্রথমত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। এ হাদীছে আবু খালাফ আল-আ'মা নামের একজন রাবী রয়েছে যাকে হাফেয ইবনে হাজার পরিত্যাক্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু মু'আইয়ান তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

দ্বিতীয়ত হাদীছটি কুরআনের আয়াতের বিরোধী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيْ الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ

---

৬৭. মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, বিদ'আতুত তা'য়াছ্ছুবিল মাযহাবী, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, 'আম্মান, দ্বিতীয় প্রিন্ট (১৪০৬ হিজরী, ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ) ১/৯৫ পৃঃ।

৬৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; আলবানী, সনদ নিতান্তই যঈফ।

৬৯. তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৬৩৭ পৃঃ; রাবী নং ৮০৮৩।

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ- 'আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে। নিশ্চয়ই তোমার রব অধিক অবগত তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনি অধিক অবগত হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে' *(সূরা আন'আম ৬/১১৬-১১৭)*।

ষষ্ঠ দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে থাকেন, যেহেতু কুরআন ও হাদীছ বুঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় সেহেতু সরাসরি কুরআন হাদীছ অনুযায়ী বর্তমানে আমল করা যাবে না। বরং চার ইমামের যেকোন একজনের অনুসরণ করতে হবে।

জবাব : শরী'আতের যেকোন আমল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হওয়া আবশ্যক, কোন ইমাম বা মাযহাবের রায় অনুসারে নয়। তবে স্মর্তব্য যে, কুরআন-হাদীছের খুঁটিনাটি বিষয় বুঝা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ জন্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা গ্রহণ করতেই হবে' *(নাহল ৪৩, আম্বিয়া ৭)*। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট একজন ইমাম বা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করতে হবে। বরং সর্বাবস্থায় কুরআন এবং ছহীহ হাদীছই একমাত্র অনুসরণীয় মানদণ্ড। কোন মাযহাব বা ইমাম কিংবা কোন বিদ্বানের সিদ্ধান্ত যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তবে সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসতে হবে *(নিসা ৫৯, আহযাব ৩৬)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে- ১. আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও ২. তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীছ)'।[৭০]

৭০. মুয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ, ৪/১৭৬১।

সপ্তম দলীল : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ-

ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তোমরা তা মাঢ়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে'।[৭১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ-

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার পরে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর আনুগত্য কর'।[৭২]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে যেহেতু খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার এবং বিশেষ করে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেহেতু এখানে তাক্বলীদ জায়েয প্রমাণিত হয়েছে।

জবাব : ১- তাক্বলীদপন্থীরা প্রথমেই উল্লিখিত হাদীছ দু'টির বিরোধিতা করেছে। যেমন তাদের কতিপয় বিদ্বান আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করাকে না জায়েয বলে উল্লেখ করে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব বলেছেন।[৭৩]

২- উল্লিখিত হাদীছে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যখন কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিবে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।

৭১. *তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

৭২. *তিরমিযী, হা/৩৬৬২; ইবনু মাজাহ হা/৯৭; মিশকাত হা/৬২২১; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

৭৩. *আল-মুক্বালিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আহ, ১০৩ পৃঃ।*

এতে সঠিক ফায়ছালায় উপনীত হতে না পারলে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি ও মাযহাবের অনুসরণ করার নির্দেশ নেই।

৩- ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, আমরা জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সক্ষমতার বাইরে কোন নির্দেশ দেননি। এর পরেও খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা যায়, যা তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক) মতভেদ সম্বলিত বিষয়ের সকল মতকে গ্রহণ করা। যা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আবার কোন ব্যক্তির পক্ষে পরস্পর বিরোধী দু'টি মতকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেমন আবু বকর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর মতে দাদার উপস্থিতিতে ভাইয়েরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। ওমর (রাঃ)-এর মতে দাদা এক-তৃতীয়াংশ পাবে এবং বাকী সম্পদ ভাইয়েরা পাবে। আর আলী (রাঃ)-এর মতে দাদা এক-ষষ্টাংশ পাবে এবং বাকী সম্পদ ভাইয়েরা পাবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি মতভেদ সম্বলিত বিষয়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে সকল মতকেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল।

(খ) কোন একটি মতকে গ্রহণ করে বাকী মতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। এটাও ইসলাম বহির্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি। কেননা আমাদের জন্য কেবল আল্লাহ তা'আলার বিধানকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। নিজের ইচ্ছামত কেউ কোন হারামকে হালাল এবং কোন হালালকে হারাম করতে পারে না। কারণ দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ হতে আমি তোমাদের দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' *(মায়েদাহ ৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ–

'এটা আল্লাহ্‌র সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কর না। আর যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুতঃ তারাই যালিম' *(বাকারাহ ২/২২৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوْا–

‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না’ *(আনফাল ৮/৪৬)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলো এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অতএব আল্লাহ তা‘আলা যা হারাম করেছেন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হারাম, যা ওয়াজিব করেছেন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওয়াজিব এবং যা হালাল করেছেন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হালাল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন একজন খলীফার মতকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে অপর খলীফার মতকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এক্ষেত্রে আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্যশীল হতে পারব না এবং উল্লিখিত হাদীছের বিরোধিতা অথবা অস্বীকার করা হবে।

(গ) খুলাফায়ে রাশিদীন যে বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তা গ্রহণ করা। আর তা গ্রহণীয় হবে না যদি অন্যান্য ছাহাবীগণ তাঁদের সাথে ঐক্যমত পোষণ না করেন এবং তাদের মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুকূলে না হয়।[৭৪]

ইবনু হাযম (রহঃ) আরো বলেন, ‘খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্য করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের দু’টি অর্থ হতে পারে। যথা- (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে বাদ দিয়ে তাঁদের মন মত সুন্নাত তৈরী করা বৈধ করেছেন। আর এটা কোন মুসলিমের কথা হতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা জায়েয করবে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে, তার জান-মাল হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা দ্বীন ইসলামের সকল বিধান ওয়াজিব কিংবা ওয়জিব নয়, হালাল অথবা হারাম। মূলতঃ দ্বীনের মধ্যে এর বাইরে কোন প্রকার নেই।

অতএব যে ব্যক্তি খুলাফায়ে রাশিদীনের এমন কোন সুন্নাত তৈরী করাকে বৈধ মনে করবে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত বলে গণ্য করেননি, সে এমন কিছুকে হারাম করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হালাল ছিল। অথবা এমন কিছুকে হালাল করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম করেছেন। অথবা এমন কিছুকে ওয়াজিব করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াজিব করেননি।

---

৭৪. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৮০৫ পৃঃ।

অথবা এমন কোন ফরযকে ছেড়ে দিবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয করেছেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছাড়েননি। এসব কিছুকে যদি কেউ বৈধ মনে করে, তাহলে সে কাফির-মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে, যা উম্মাতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল।[৭৫]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা এই নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন,

وَإِذَا لَمْ يُبْقِ إِلَّا هَذَا فَقَدْ سَقَطَ شَغْبَهُمْ وَلَيْسَ فِيْ الْعَالَمِ شَيْءٌ إِلَّا وَفِيْهِ سُنَّةٌ مَنْصُوْصَةٌ-

‘যদি এই নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন নির্দেশ না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের দ্বন্দ্বের অবসান হল। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা নির্দিষ্ট সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়’।[৭৬]

৪- আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সহ বাকী খলীফাদের আনুগত্য করা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। আর শারঈ দলীল ছাড়া এই আনুগত্য অন্য কারো দিকে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়।[৭৭]

অষ্টম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, বিশিষ্ট ছাহাবী ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন। এমনকি তিনি বলতেন, إِنِّيْ لَأَسْتَحِيْ أَنْ أُخَالِفَ أَبَابَكْرٍ ‘নিশ্চয়ই আমি আবু বকর (রাঃ)-এর কথার বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করি’।[৭৮] তিনি আরো বলেন, رَأْيُنَا تَبَعٌ لِرَأْيِكَ ‘আমাদের মতামত আপনার মতের অনুসরণ করে’।[৭৯]

---

৭৫. তদেব, ৮০৬ পৃঃ।
৭৬. তদেব।
৭৭. তদেব।
৭৮. শাওকানী, মা‘আলিমু তাজদীদিল মানহাজিল ফিক্বহী, ৭ পৃঃ।
৭৯. তদেব।

জবাব : উল্লিখিত দলীলের জবাব ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) নিম্নোক্ত পাঁচভাবে উলেখ করেছেন। যথা:

১- হাদীছের যে অংশ তাদের দলীলকে বাতিল করবে, তা তারা বিলুপ্ত করে অসম্পূর্ণ হাদীছ উলেখ করেছে। পূর্ণ হাদীছ হল,

عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَعْبِيِّ، قَالَ سُئِلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَنِ الكَلاَلَةِ؟ فَقَالَ إِنِّيْ سَأَقُوْلُ فِيْهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَيْطَانِ أَرَاهُ مَا خَلاَ الوَلَدِ وَالوَالِدِ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرُ قَالَ إِنِّيْ لَأَسْتَحِيْ اللهَ أَنْ أَرَدَ شَيْئًا قَالَهُ أَبُوْ بَكْرٍ–

আছেম আল-আহওয়াল শা'বী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ) কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন। তিনি বললেন, আমি এই ব্যাপারে আমার রায় বা মতের ভিত্তিতে বলছি, যদি তা সঠিক হয়, তাহলে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয়, তাহলে তা আমার অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে। আমার মতে 'কালালা' হল পিতৃহীন ও সন্তানহীন। অতঃপর যখন ওমর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন বললেন, আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে যা বলেছেন, তার বিরোধিতা করতে আমি লজ্জাবোধ করছি।[৮০]

অতএব ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর ভুল প্রকাশ হওয়াকে লজ্জাবোধ করেছিলেন, যদিও তাঁর প্রতিটি কথা ছহীহ নয় এবং ভুলের উর্ধ্বেও নয়। তবে তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বীকার করেছেন যে, তিনি কালালা সম্পর্কে জানতেন না।

২- ওমর (রাঃ) বেশ কিছু মাসআলায় আবু বকর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। যেমন আবু বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে বন্দি করেছিলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) তার বিরোধিতা করেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধলব্ধ জমিকে মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওমর (রাঃ) তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ্ করেছিলেন। যদি ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর মুক্বাল্লিদ বা অন্ধানুসারী হতেন, তাহলে উল্লিখিত মাস'আলা সহ আরো অনেক মাস'আলাতে বিরোধিতা করতেন না।

---

৮০. বায়হাক্বী, হা/১৭৫৬।

৩- ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর মুক্বাল্লিদ বা অন্ধানুসারী হলে আমরা আপনাদের নিকটে আবেদন করব যে, আপনারা অন্য কারো তাক্বলীদ ছেড়ে শুধুমাত্র আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করুন। তাহলে সকলেই এই তাক্বলীদের প্রশংসা করবে।

৪- তাক্বলীদপন্থীদের অনুরূপ লজ্জা নেই, যেমন আবু বকর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করতে ওমর (রাঃ) লজ্জা করেছিলেন। বরং কিছু সংখ্যক তাক্বলীদপন্থী তাদের কিছু উছূলের কিতাবে লিখেছেন, আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ নয়, বরং ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব।[৮১]

৫- ওমর (রাঃ) একটি মাসআলায় আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কথার তাক্বলীদ করেননি।[৮২]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদপন্থীগণের উল্লিখিত দলীল এক আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ তাদের দলীল হল ওমর (রাঃ) লজ্জা করতেন আবু বকর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করতে। অথচ তাক্বলীদপন্থীগণ আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করতে সামান্যতম লজ্জা করে না। বরং তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামের তাক্বলীদের প্রতি অটল থাকে। এমনকি তারা মনে করে, বর্তমানে প্রচলিত চার মাযহাব হতে যারা বের হয়ে যাবে তারা পথভ্রষ্ট।[৮৩]

নবম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কথাকে গ্রহণ করতেন। অতএব তিনি ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন।

জবাব : ১- ইবনু মাসউদ (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন না। যার স্পষ্ট প্রমাণ হল তিনি প্রায় ১০০টি মাসআলায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যেমন ওমর (রাঃ)

---

৮১. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৬৫-১৬৬ পৃঃ।

৮২. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৬৫-১৬৬ পৃঃ; আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৭৯৭ পৃঃ; ইমাম শাওকানী, আল-কাওলিল মুফীদ ফী আদিলাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, ২২-২৪ পৃঃ।

৮৩. তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান, ৭/৫১৩ পৃঃ।

ছালাতে রুকূর পরে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতেন, পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রথমে হাঁটু রাখতেন। ওমর (রাঃ) এক সঙ্গে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করেছিলেন, পক্ষান্তরে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এক তালাক গণ্য করেছেন। ওমর (রাঃ) যেনাকার নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয করেছেন, পক্ষান্তরে ইবনু মাসউদ (রাঃ) হারাম করেছেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর নিকটে দাসীকে বিক্রয় করলে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে, পক্ষান্তরে ওমর (রাঃ)-এর নিকটে তালাক হিসাবে গণ্য হবে না ইত্যাদি। যদি তিনি ওমর (রাঃ)-এর মুক্বাল্লিদ হতেন তাহলে উল্লিখিত মাসআলা সহ আরো বহু মাসআলায় কখনই বিপরীত মত পোষণ করতেন না।[৮৪]

২- ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদপন্থীদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন, অথচ তারা ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ না করে তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের তাক্বলীদ করে।[৮৫]

৩- প্রকৃতপক্ষে ওমর (রাঃ)-এর কথা গ্রহণ করা তাক্বলীদ নয়, বরং তা দলীলের অনুসরণ বা খলীফাদের সুন্নাতের অনুসরণ, যে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে।

দশম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে থাকে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ একে অপরের তাক্বলীদ করতেন। যেমন শা'বী (রাঃ) মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে মাত্র ছয় জন ফৎওয়া প্রদান করতেন। তাঁরা হলেন- ১- ইবনু মাসঊদ (রাঃ), ২- ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), ৩- আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ), ৪- যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), ৫- উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এবং ৬- আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)। উল্লিখিত ছয় জন ছাহাবীদের মধ্যে তিন জন অপর তিন জনের মতামত জানলে তাঁদের নিজেদের মতকে প্রত্যাখ্যান করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর মতকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর মতকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। যায়েদ

৮৪. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৬৫-১৬৭ পৃঃ।

৮৫. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৬৭ পৃঃ।

ইবনে ছাবেত (রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মতকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাক্বলীদ জায়েয।

জবাব : প্রথমত উল্লিখিত আছারটির সনদ ও মতন উভয়ই যঈফ। সনদ যঈফ হওয়ার কারণ হল আছারটিতে জাবের আল-জু'ফী নামক একজন রাবী রয়েছে, যে মিথ্যুক। তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নয়। আর মতন যঈফ হওয়ার কারণ হল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কথার অনুসরণের চেয়ে তাঁর বিপরীত মত পোষণ করাটাই বেশী প্রসিদ্ধ। আবু মূসা আশ'আরী ও আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারও ঠিক একই রকম। অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ক্বিরাআত ও ফারায়েযের ক্ষেত্রে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সুতরাং একদিকে আছারটি একজন মিথ্যুকের বর্ণিত, অপরদিকে তার মতন বাস্তবতার বিপরীত। ফলে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয়ত যদি ধরা হয় যে, আছারটি ছহীহ তবুও তার অর্থ হবে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) সকলেই ইজতিহাদ করে একটি মত পোষণ করতেন। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ও আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাঁরাও সকলে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে মত পোষণ করতেন। অতঃপর যার ইজতিহাদ শক্তিশালী বা দলীল ভিত্তিক হত সকলেই সেই দলীলের দিকে ফিরে যেতেন এবং নিজেদের মতকে পরিহার করতেন। কিন্তু তাঁরা কোন মানুষের অনুসরণ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ছেড়ে দিতেন না। আর আলেমদের এমনটিই হওয়া উচিত। অতএব এর দ্বারা কিভাবে বোধগম্য হয় যে, তাঁরা তাক্বলীদ করতেন? অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে যখন কেউ এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন না বলে বলত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন, তখন তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। এমনকি তিনি বলতেন, তোমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ আমি বলছি, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন।[৮৬]

---

৮৬. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৬৮ পৃঃ; আল-ক্বাওলিল মুফীদ ফী আদিলাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, ২৭ পৃঃ।

১১তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

‘আর মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত সমূহ, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য’ *(তওবাহ ৯/১০০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ-

‘অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেছিল’ *(ফাতহ ৪৮/১৮)*।

তিনি আরো বলেন,

لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِيْ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا-

‘মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ-পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়; আল্লাহ ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীগণকে উপবিষ্টগণের উপর পদ-মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং উপবিষ্টগণের উপর জিহাদকারীগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন’ *(নিসা ৪/৯৫)*।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করে তাক্বলীদপন্থীরা বলে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইসলামী জ্ঞানে অগ্রগামীদের প্রশংসা করেছেন এবং অন্যদের তুলনায় তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, সেহেতু তাঁরা ভুল হতে অনেক উর্ধ্বে এবং তাঁদের রায় বা মত ছহীহ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব তাদের তাক্বলীদ করা জায়েয।

জবাব : প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রশংসা করেছেন ও মর্যাদা দান করেছেন আমরাও তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দান করি। কিন্তু তাদের সম্মান ও মর্যাদার অর্থ এই নয় যে, তাদের তাক্বলীদ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাঁরা নিজেরাই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।

১২তম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ 'আমার ছাহাবীগণ তারকা সমতুল্য। তোমরা তাদের মধ্যে যারই অনুরসণ কর না কেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে'।[৮৭] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাক্বলীদ জায়েয।

জবাব : উল্লিখিত হাদীছটি মাওযূ' বা জাল। যা দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নয়।[৮৮]

১৩ম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেছেন, مَا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِه 'তোমার নিকটে (দলীল) স্পষ্ট হলে তুমি তা আমল কর। আর (দলীল) অস্পষ্ট হলে আলেমের নিকটে অর্পণ কর'।[৮৯] এখানে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে কোন আলেমের তাক্বলীদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব তাক্বলীদ ওয়াজিব।

---

৮৭. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/২০২

৮৮. উছূলুল আহকাম হা/৮১০; ইমাম শাওকানী, আল-ক্বাওলিল মুফীদ, ৩০ পৃঃ; নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/৫৮।

৮৯. মুসনাদে আহমাদ হা/২১১২১।

জবাব : উল্লিখিত আছারটিই তাক্বলীদপন্থীদের দাবীকে খণ্ডন করার এক শক্তিশালী দলীল। কেননা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেছেন, مَا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بِهِ 'তোমার নিকটে (দলীল) স্পষ্ট হলে তুমি তা আমল কর'। অথচ তাক্বলীদপন্থীদের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত স্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মাযহাবের কোন রায় বা মতকে ছেড়ে রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে আসে না। বরং রাসূলের সুন্নাতকে উপেক্ষা করে মাযহাবী রায়ের উপরই আমল করতে থাকে এবং তা দ্বারাই ফৎওয়া প্রদান করে। পরের অংশে বলা হয়েছে, وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ 'আর (দলীল) অস্পষ্ট হলে আলেমের নিকটে অর্পণ কর'। অথচ তাক্বলীদপন্থীরা কোন মাসআলাকে তার যোগ্য আলেম তথা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিকটে অর্পণ করে না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। বরং তারা তাঁদের কথাকে উপেক্ষা করে অনুসরণীয় মাযহাবের মতের উপরেই অটল থাকে।[৯০]

১৪তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ফৎওয়া প্রদান করতেন। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছাহাবীদের কোন কথা দলীল হতে পারে না, সেহেতু এটা অকাট্য তাক্বলীদ।

জবাব : ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রদত্ত ফৎওয়া প্রচার করতেন মাত্র। তাদের মন মত ফৎওয়া প্রদান করতেন না। তাঁরা বলতেন, রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এ কাজ করেছেন, তিনি নিষেধ করেছেন ইত্যাদি। তাঁরা কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করতেন না, যেমন তাক্বলীদপন্থীরা করে থাকে, যদিও তা সুন্নাত বিরোধী হয়।[৯১]

১৫তম দলীল : ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দাদা এবং ভাইয়ের অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন। জবাবে তিনি বললেন,

---

৯০. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১১৭ পৃঃ।
৯১. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৭৮ পৃঃ, ইমাম শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ, ৩৬-৩৭ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً 'যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম'।[৯২] আর আবু বকর (রাঃ) দাদাকে বাবার স্থলাভিষিক্ত বলেছেন। অতএব এখানে ইবনু যুবাইর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করেছেন।

জবাব : এখানে এমন কিছু নেই, যা দ্বারা তাক্বলীদ জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা ইবনু যুবাইর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর কথাকে অধিক ছহীহ হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব ইবনু যুবাইর (রাঃ) স্পষ্ট শারঈ দলীলের উপর আবু বকর (রাঃ)-এর কথাকে প্রাধান্য দেননি যেমন তাক্বলীদপন্থীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।[৯৩]

১৬তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, যেমন সাত প্রকার ক্বিরাআতের মধ্যে যেকোন এক প্রকারের ক্বিরাআতে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয, তেমনি চার মাযহাবের যেকোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয। এ দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

জবাব : এই যুক্তি স্পষ্ট ভুল। কেননা সাত প্রকার ক্বিরাআত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيْهَا وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ لِيْ أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ

---

৯২. *বুখারী হা/৩৬৫৬, 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৫৩৩ পৃঃ; মুসলিম হা/২৩৮৩; মিশকাত হা/৬০১১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১১/১১৪ পৃঃ।*

৯৩. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৭৯ পৃঃ।*

لِيْ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوْا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ-

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযামকে সূরা ফুরক্বান আমি যেভাবে পড়ি তা হতে ভিন্ন পড়তে শুনলাম। আর যেভাবে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাকে পড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তার ছালাত শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে যা পড়তে শিখিয়েছেন, আমি তাকে তা হতে ভিন্ন পড়তে শুনেছি। নবী (ছাঃ) আমাকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারপর তাকে পড়তে বললেন, সে পড়ল। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এরূপ নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও তখন পড়লাম। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এরূপও নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তাই যেরূপ সহজ হয় তোমরা সেরূপেই তা পড়।[৯৪]

অতএব আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কুরআন তেলাওয়াত সহজ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা সাত প্রকার ক্বিরাআত নাযিল করেছেন। আর এই কারণে প্রত্যেক মুসলিমের উপর যেকোন এক প্রকারের ক্বিরাআত জায়েয। কিন্তু প্রচলিত চার মাযহাব ফরয হওয়ার কোন বিধান নাযিল হয়নি। বরং প্রত্যেকটি মাযহাবের মধ্যে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।[৯৫]

১৭তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, যেমন অন্ধ ব্যক্তির ছালাতের সময় ও ক্বিবলা নির্ধারণের জন্য অন্যের তাক্বলীদ করা ও নৌকা আরোহীর ছালাতের সময় ও ক্বিবলা নির্ধারণের জন্য নদীর তীরে অবস্থানরত কৃষকের তাক্বলীদ করা উম্মাতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এটা খাঁটি তাক্বলীদ।

---

৯৪. বুখারী হা/২৪১৯, ‘ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৫২৭ পৃঃ; মুসলিম হা/৮১৮; মিশকাত হা/২২১১।

৯৫. মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, বিদ‘আতুত তা‘য়াছ্ছুবিল মাযহাবী, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ‘আম্মান, দ্বিতীয় প্রিন্ট (১৪০৬ হিজরী, ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ) ১/৯৫ পৃঃ।

জবাব : ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, এটা তাক্বলীদের কোন দলীল নয়। কেননা এর দ্বারা অন্যের সংবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে দলীল বিহীন কোন ফৎওয়া গ্রহণ করা হয়নি। আর এটা এমন কোন বিষয় নয়, যা দ্বারা কোন হালালকে হারাম করা হয়েছে, অথবা ফরয নয় এমন কোন বিষয়কে ফরয করা হয়েছে, অথবা কোন ফরযকে ত্যাগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দলীল হিসাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা তাক্বলীদ নয়; বরং সংবাদ মাত্র। আর অনেক ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য, যা ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন কোন ঋতুবর্তী মহিলার হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সংবাদ শুনে স্ত্রী মিলন বৈধ হয়ে থাকে।[৯৬]

১৮তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, رَأْيُ الْصَحَابَةِ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا 'আমাদের নিজেদের রায় বা মতের চেয়ে ছাহাবীদের রায় বা মত উত্তম'।[৯৭] অনুরূপভাবে আমরা বলব, আমাদের নিজেদের রায় বা মতের চেয়ে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামদের রায় বা মত উত্তম।

জবাব : ১- তাক্বলীদপন্থীরাই সবার পূর্বে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর কথাকে উপেক্ষা করে। কেননা তারা তাদের অনুসরণীয় ইমামদের রায় বা মতের চেয়ে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর রায় বা মতকে উত্তম মনে করে না।

২- উল্লিখিত দলীল মূলতঃ তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া ছাহাবীগণ ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। তাঁরা সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হতে ইলম অর্জন করেছেন, কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকটে অহি-র অবতরণ অবলোকন করেছেন, তাদের ভাষাতেই (আরবী) অহী নাযিল হয়েছে। কোন সমস্যায় সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট হতে সমাধান গ্রহণ করেছেন। তাদের পরে এমন কেউ এই মর্যাদায় পৌঁছতে পরেনি, যার তাক্বলীদ করা যেতে পারে।

---

৯৬. *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৮০১ পৃঃ।*
৯৭. *আল-মুক্বালিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবাআতি, ১১৮ পৃঃ।*

৩- ছাহাবীদের কথা দলীল যা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[৯৮] পক্ষান্তরে অনুসরণীয় ইমামদের কথা দলীল নয়।

১৯তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, ছালাতের মধ্যে মুক্তাদী যেমন ইমামের তাক্বলীদ করে, ইসলামের বিধান মানার ক্ষেত্রে আমরা তেমন প্রসিদ্ধ চার ইমামের যে কোন একজনের তাক্বলীদ করি।

জবাব : ছালাতের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করা তাক্বলীদ নয়। বরং তা হল ইত্তেবা। কেননা তা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। অথচ অনুসরণীয় ইমামের তাক্বলীদ করার এমন কোন দলীল নেই। যেখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শাফেঈর তাক্বলীদ কর।[৯৯]

২০তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই অন্যান্য মানুষ ফৎওয়া প্রদান করতেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوْا لِيْ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا-

আবু হুরায়রাহ ও যায়েদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, এক বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কিতাব

৯৮. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৮৫-১৮৬ পৃঃ।*
৯৯. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৮২ পৃঃ।*

মুতাবেক আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেক ফায়ছালা করুন। পরে বেদুঈন বলল, আমার ছেলে এ লোকের বাড়িতে মজুর ছিল। অতঃপর তার স্ত্রীর সঙ্গে সে যিনা করে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলের উপরে রজম (পাথরের আঘাতে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে। তখন আমার ছেলেকে একশ' বকরী ও একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর নিকট হতে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে। সব শুনে নবী (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেকই ফায়ছালা করব। বাঁদী এবং বকরীর পাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে। আর অপরজনের ব্যাপারে বললেন, হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে এবং তাকে রজম করবে। উনাইস তার নিকট গেলেন এবং তাকে রজম করলেন।[১০০] অতএব এ হাদীছ দ্বারা তাক্বলীদ জায়েয প্রমাণিত হয়।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় উল্লিখিত মাসআলার সমাধান দিতে গিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন কতিপয় ছাহাবী অবিবাহিত যেনাকারীকে রজম করার ফৎওয়া প্রদান করেছেন। আবার কতিপয় ছাহাবী তাকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব ফৎওয়া প্রদান করেছেন। আর কোন বিষয়ে এরূপ মতভেদ দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর' *(নিসা ৫৯)*।

---

১০০. *বুখারী হা/২৬৯৫-২৬৯৬, 'অন্যায়ের উপর চুক্তিবদ্ধ হ'লে তা বাতিল' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৬৬ পৃঃ।*

অতএব উল্লিখিত মাসআলায় মতভেদ দেখা দিলে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তা প্রত্যার্পণ করেছিলেন। আর রাসূল (ছাঃ) সঠিক ফায়ছালা প্রদান করেছিলেন। বর্তমানেও যদি কোন মাসআলায় আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে। আর যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে যাওয়া হবে, তখন তাক্বলীদ দূরীভূত হবে। আমরা ওলামায়ে কেরামের ফৎওয়া প্রদানকে অস্বীকার করি না। কিন্তু অস্বীকার করি দলীল বিহীন ফৎওয়া প্রদানকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে না গিয়ে অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামদের দিকে ফিরে যাওয়াকে।[১০১]

২১তম দলীল : আমরা গোশত, পোষাক ও খাদ্য ক্রয়ের সময় তা হালাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস না করেই শুধুমাত্র মালিকের কথার উপর ভিত্তি করে ক্রয় করে থাকি, যার বৈধতা ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা প্রমাণিত। যদি তাক্বলীদ বৈধ না হত, তাহলে হালাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা ওয়াজিব হত।

জবাব : এক্ষেত্রে হালাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস না করে যবেহকারী ও বিক্রেতার কথা গ্রহণ করাই যথেষ্ট, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইত্তেবা হিসাবে গণ্য। যদিও যবেহকারী ও বিক্রেতা ইহুদী, নাছারা অথবা পাপী হয়।

যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَا بِلَحْمٍ لاَ نَدْرِيْ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ قَالَ سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوْا-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই এক সম্প্রদায় রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক সম্প্রদায় আমাদের নিকটে গোশত নিয়ে এসেছে, আমরা জানি না তাতে বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে কি-না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বল এবং খাও'।[১০২]

---

১০১. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৮২৪-৮২৫ পৃঃ।
১০২. ছহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩১৬৫।

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত যুক্তি স্পষ্ট মূর্খতা অথবা ঈমানের স্বল্পতা প্রমাণ করে। তাকে বলতে হবে যে, তোমার উল্লিখিত যুক্তি যদি তাক্বলীদ হয়, তবে সকল ফাসেকের রায় বা মতের তাক্বলীদ কর এবং তাক্বলীদ কর ইহুদী ও নাছারাদের। আর তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর। কেননা আমরা তাদের থেকে গোশত ক্রয় করি এবং বিশ্বাস করি যে তারা বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করেছে, যেমনভাবে আমরা মুসলমানদের থেকে ক্রয় করে থাকি। এক্ষেত্রে সংসারত্যাগী ইবাদতকারী এবং পাপী ইহুদীর নিকট হতে ক্রয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব তুমি পৃথিবীর সকল প্রবক্তার তাক্বলীদ কর, যদিও তাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আমরা মুমিন অথবা করদাতা অমুসলিম (আহলে কিতাব) কসাইয়ের যবেহকৃত বস্তু খেয়ে থাকি।[১০৩] মূলতঃ যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদীছে সুস্পষ্ট দলীল থাকে, সেসব বিষয়ের অনুসরণ করা তাক্বলীদ নয়; বরং সেটাই ইত্তেবা।

২২তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীগণ বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا 'অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর' *(নাহল ১৬/১২৩)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মাদর্শের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাক্বলীদ বৈধ, যা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

জবাব : ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, এ কেমন নির্লজ্জতা! কেননা আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা তাক্বলীদ নয়। বরং তা অবশ্য পালনীয় দলীল। আর তাক্বলীদ হল, এমন বিষয়ের অনুসরণ করা যা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেননি। অনুরূপভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো কথা, যা অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দেননি তার বিরোধিতা করি। অতএব তাক্বলীদপন্থীরা উল্লিখিত দলীল দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করার বৈধতা প্রমাণ করতে চাইলে সেটা সঠিক হবে। কিন্তু তারা উল্লিখিত দলীল দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেঈ

১০৩. *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৮৯৭ পৃঃ।*

(রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণ করতে চাইলে সেটা হারাম হবে। কেননা তাঁরা ইবরাহীম (আঃ) নন, যার অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আর আমরা কখনই উল্লিখিত ইমামগণের অনুসরণের নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি।

২৩তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীগণ বলে, ইমামগণ তাক্বলীদ জায়েয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন- সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فَلَا تَنْهَهُ-

'যদি কেউ কোন আমল করে আর তুমি অন্যকে তার বিপরীত আমল করতে দেখ, তাহলে তাকে নিষেধ কর না'।[১০৪]

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহঃ) বলেছেন,

يَجُوْزُ لِلْعَالِمِ تَقْلِيْدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَلَا يَجُوْزُ لَهُ تَقْلِيْدُ مِثْلِهِ-

'আলেমের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তির তাক্বলীদ করা বৈধ। কিন্তু তাঁর সমতুল্য ব্যক্তির তাক্বলীদ করা বৈধ নয়'।[১০৫]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন,

قُلْتُهُ تَقْلِيْدًا لِعُمَرَ وَقُلْتُهُ تَقْلِيْدًا لِعَطَاءٍ-

'আমি ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করে তাকে বলেছি এবং আতা (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করে তাকে বলেছি'।[১০৬]

জবাব : প্রথমতঃ ছাহাবীগণ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন। এমকি তাঁরা মুক্বাল্লিদকে চামচা অথবা অন্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয়ত : পূর্বেই ইমাম শাফেঈর বক্তব্য তুলে ধরেছি, যেখানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

১০৪. আল-মুক্বাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আ, ১১৬ পৃঃ।
১০৫. তদেব।
১০৬. তদেব।

তৃতীয়ত : তাক্বলীদপন্থীগণই তাক্বলীদ অস্বীকারকারী। কেননা তারা বলে যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন। অথচ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) যাদের তাক্বলীদ করতেন, তারা তাঁদের তাক্বলীদ না করে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদ করে থাকে।[১০৭]

ইসলামী বিধান মানার ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা না করে দলীল মেনে নেওয়াই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কুরআন-হাদীছে কোন দলীল পাওয়া গেলে কোন ইমাম বা ব্যক্তির অভিমতের দিকে লক্ষ্য করার কোন অবকাশ নেই।

২৪তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে থাকে যে, হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আলেমের তাক্বলীদ করবে সে নিরাপদে আল্লাহ্‌র নিকট মিলিত হবে'।

জবাব ঃ উক্ত কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। সাইয়েদ রশীদ রিযাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা কোন হাদীছ নয়।[১০৮] বরং মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, কোন আলেম, পীর বা ইমামের অন্ধ তাক্বলীদ করবে না। কারণ ইসলামের নামে তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ হারাম।

তাক্বলীদের অপকারিতা

১- তাক্বলীদ করলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা হয় : তাক্বলীদপন্থীগণ নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে যঈফ এবং মাওযূ হাদীছের উপর আমল করে থাকে। কারণ সেটা তাদের অনুসরণীয় ইমাম বলেছেন। ইমামের অন্ধানুসরণের ফলে তাদের রায়ের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকলেও তাদের পক্ষে তা মানা সম্ভব হয় না। বরং তারা তাদের মাযহাবকে বিজয়ী করার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আমি মুক্বাল্লিদদের একটি জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে তাদের সামনে পবিত্র

---

১০৭. ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৮৪ পৃঃ।
১০৮. আল-মানার, ৩৪/৭৫৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫১।

কুরআনের অনেকগুলি আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেছি। কিন্তু তাদের অনুসরণীয় মাযহাব কুরআনের আয়াতগুলির বিপরীত হওয়ায় তারা তা গ্রহণ করেনি এবং তারা কুরআনের আয়াতের দিকে ফিরেও দেখেনি। বরং তারা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল এবং বলল, কিভাবে আমরা এর উপর আমল করব, অথচ আমাদের অনুসরণীয় মাযহাব এর বিপরীত'?[১০৯]

২- তাক্বলীদের কারণে যঈফ হাদীছ প্রসার লাভ করে এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমল বন্ধ হয়ে যায় : তাক্বলীদপন্থীগণ তাদের ইমামদের রায় বা মত থেকে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসে না, যদিও তারা ভুলের উপরে থাকে। আর এরূপ অন্ধানুসরণের ফলে ছহীহ হাদীছের উপর আমল বন্ধ হয়ে যায় এবং যঈফ হাদীছ প্রসার লাভ করে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَهْقَهَ أَعَـــادَ الْوُضُـــوْءَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যখন তিনি অট্টহাঁসি দিলেন তখন পুনরায় ওযূ করলেন এবং ছালাত পুনরায় আদায় করলেন'।[১১০]

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ যায়লাঈ (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত হাদীছের একজন রাবী, যার নাম আব্দুল আযীয তিনি যঈফ এবং হাদীছটি মুনকাতে'।[১১১] অতএব হাদীছটি যঈফ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাক্বলীদপন্থীগণ নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবের অন্ধানুসরণ করতে গিয়ে উল্লিখিত যঈফ হাদীছটির উপর আমল করেন।

৩- মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বিভক্তির মূল কারণ তাক্বলীদ : মুসলিম জাতির উপর ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করা ওয়াজিব, যাকে রাসূলুলাহ (ছাঃ) রহমতের জীবন বলে উলেখ করেছেন এবং বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনকে আযাবের জীবন বলে উলেখ করেছেন।[১১২]

---

১০৯. ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর, ৪/১৩১ পৃঃ।

১১০. সুনানে দারাকুতনী, হা/৬১১।

১১১. আয-যায়লাঈ, নাছবুর রেওয়াইয়াহ, (মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত), ১/৪৮ পৃঃ।

১১২. মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৪৭২; সিলসিলা ছহীহা হা/৬৬৭।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا-

‘তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইও না’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثاً يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَأَنْ تُنَاصِحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের সন্তুষ্টির কাজগুলি হল, ১- তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ২- তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং পরষ্পরে বিচ্ছিন্ন হবে না। ৩- তোমরা মুসলিম শাসকদেরকে সহায়তা করবে। আর তোমাদের অসন্তুষ্টির কারণগুলি হল, ১- বাজে কথা বলা। ২- অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং ৩- সম্পদ নষ্ট করা।[১১৩]

অতএব বুঝা গেল, অবশ্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হবে; দলে দলে বিভক্ত হওয়া যাবে না। আর ঐক্যের একমাত্র মানদণ্ড হবে অহি-র বিধান। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলে গেছেন। তিনি বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

---

১১৩. মুসলিম হা/১৭১৫; মুসনাদে আহমাদ হা/৮৭৮৫।

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল-াহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[১১৪]

কিন্তু মানুষ যখন অহী-র বিধানের আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জনের ফিৎনায় পতিত হয়, ঠিক তখনই মুসলিম জাতিকে দলে দলে বিভক্ত করতে মাযহাব সমূহের আবির্ভাব ঘটে। মানুষ তখন বলতে শুরু করে, এটা আমাদের নিকটে এবং এটা তোমাদের নিকটে। আমাদের মাযহাব মতে এটা এবং তোমাদের মাযহাব মতে এটা। আমাদের ইমাম এটা বলেছেন এবং তোমাদের ইমাম এটা বলেছেন ইত্যাদি। আর এই সূত্র ধরেই মুসলমানদের মধ্যে এমন হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় যে, তারা একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলাবলি শুরু করে। এমনকি ফৎওয়া দেওয়া হয় যে, এক মাযহাবের ইমামের পেছনে অন্য মাযহাবের লোকের ছালাত হবে না, যদিও তারা বলে থাকে যে, চার মাযহাবের অনুসারীগণ সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড তাদের এ উক্তির বিরোধিতা করে এবং এর অসারতা প্রমাণ করে। সাথে সাথে তাদেরকে মিথ্যুকও প্রমাণ করে। কারণ এ মাযহাবকে কেন্দ্র করে পবিত্র কা'বা গৃহে সৃষ্টি হয়েছিল চার মুছল্লা। একই কা'বা গৃহে একই ছালাতে চার মাযহাবের চার জামা'আত ক্বায়েম হয়েছিল। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী নিজ মাযহাবের জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইবলীস এই মাযহাবী বিভক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা। অথচ কোন ইমামই বলেননি যে, তোমরা আমার মতের অনুসরণ কর। বরং তাঁরা এর বিপরীতে বলেছেন, তোমরা সেখান থেকে শরী'আত গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি (কুরআন ও সুন্নাহ)। তদুপরী এ সকল মাযহাবের সাথে যুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালের বহু মনীষীর অনেক চিন্তা-চেতনা। যার মধ্যে অনেক ভুল

১১৪. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, 'কিতাব ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

রয়েছে এবং এমন বহু কাল্পনিক মাসআলা রয়েছে যা ঐসব ইমামগণ যদি দেখতেন, যাঁদের মাযহাবের নাম দিয়ে এগুলো চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তাঁরা ঐ সকল মাসআলা ও তার আবিষ্কারকদের থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করতেন।

অতএব হে সচেতন মুসলিম ভাই! আসুন, মাযহাবী গোঁড়ামি ত্যাগ করে, বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের গানি মুছে ফেলে একমাত্র অহী-র বিধানকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

৪- তাক্বলীদ সুন্নাতের অনুসারীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে : তাক্বলীদপন্থীগণ নিজেদের অনুসরণীয় মাযহাব ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে হক গ্রহণ করে না এবং তারা কামনা করে না যে, কোন সুন্নাতের অনুসারীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হোক। এমনকি তারা সুন্নাতের অনুসারীকে যে কোন মূল্যে অপমান করার চেষ্টায় রত থাকে। যার ফলে সুন্নাতের অনুসারীগণ তাদের সুন্নাতী আমল বিদ'আতীদের সামনে প্রকাশ করতে ভয় পায়। তা সত্ত্বেও সুন্নাতের অনুসারীগণ তাদের সুন্নাতী আমল প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এমনকি সুন্নাতের অনুসারীগণ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। অবশেষে মসজিদ পৃথক করতে বাধ্য হয়।

৫- তাক্বলীদ অমুসলিমকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে : কোন অমুসলিম যখন ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন তার সামনে উদ্ভাসিত হয় চার মাযহাব। সে চিন্তা করে কোন মাযহাব ছহীহ, যাতে সে প্রবেশ করবে? হানাফী মাযহাবের আলেমের নিকটে গেলে সে নিজ মাযহাবকে ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়। শাফেঈ মাযহাবের আলেমের নিকট গেলে সে নিজ মাযহাবকে ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশের আহ্বান জানায়। মালেকী মাযহাবের আলেমের নিকটে গেলে, সে নিজ মাযহাবকেই ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়। হাম্বলী মাযহাবের আলেমের নিকটে গেলে সে নিজ মাযহাবকেই ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়। তখন অমুসলিম ব্যক্তির মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফলে সে এক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

৬- তাক্বলীদ হল বিনা ইলমে আল্লাহ সম্বন্ধে কথা বলা : বিনা ইলমে আল্লাহ সম্বন্ধে কথা বলা সবচেয়ে বড় হারাম সমূহের মধ্যে একটি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ-

'বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ ও অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করা, যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

আর বিনা ইলমে আল্লাহ সম্বন্ধে কথা বলার অনেক ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি হল, যারা হানাফী মাযহাবের তাক্বলীদ করে তারা একটি মিথ্যা বানোয়াট ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। ঘটনাটি হল খিযির (আঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট হতে শারঈ ইলম অর্জন করেছেন। খিযির (আঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট পাঁচ বছর অবস্থান করেন। অতঃপর যখন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন খিযির (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকটে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটে তার কবর হতেই ফিকহী ইলম অর্জন করবেন। তারপরে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটে তার কবর হতে পঁচিশ বছর যাবত ফিকহী ইলম অর্জন করেছেন।[১১৫]

হে মুসলিম ভাই! একজন বিবেকবান মানুষ কিভাবে উল্লিখিত ঘটনা বিশ্বাস করতে পারে? যেখানে আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহফের ৬০ হতে ৮২ পর্যন্ত ২৩ টি আয়াতে খিযির (রাঃ)-এর নিকট থেকে মুসা (আঃ)-এর ইলম অর্জনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাথে খিযির (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ কি করে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ সকলকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

---

১১৫. মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, বিদ'আতুত তা'আছুছুবিল মাযহাবী, ২/৭০ পৃঃ।

ইমামদেরকে সম্মান করা আবশ্যক

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাদের পূর্বপুরুষ তথা ছাহাবীগণ, ইমামগণ ও নেক্কার ব্যক্তিগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

'যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু' *(হাশর ৫৯/১০)*।

অতএব মুমিনদের কর্তব্য হল ইমামদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করা, তাঁদের ইলম দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং অহি-র বিধানকে ইমামদের কথার উপর বিনা দ্বিধায় প্রাধান্য দেয়া। কিন্তু অহী-র বিধানকে উপেক্ষা করে ইমামদের কথাকে প্রাধান্য দেয়া কখনই বৈধ নয়। কেননা ইমামগণ কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সকলেই তাদের ইজতিহাদে কিছু না কিছু ভুল করেছেন। কিন্তু ভুল করলেও তাঁরা নেকী পেয়েছেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ-

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, 'কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। আর বিচারক ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি নেকী'।[১১৬]

---

১১৬. *বুখারী হা/৭৩৫২, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, 'বিচারক ইজতিহাদে ঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৬৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৬।*

সুতরাং ইমামদেরকে যথাযথ সম্মান করতে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাদের অভিমতকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে তাঁদের কোন কথা কুরআন-হাদীছের বিপরীত হলে তা বর্জন করতে হবে এবং কুরআন-হাদীছের নির্দেশকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে।

মাযহাবী দ্বন্দ্ব অবসানের উপায়

মাযহাবী দ্বন্দ্ব অবসানের অন্যতম উপায় হল- (ক) মাযহাবী গোঁড়ামিকে পদদলিত করে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ–

‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত তোমরা ঐ দু’টি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে- ১. আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ও ২. তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীছ)’।[১১৭]

(খ) কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ না করে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং আনুগত্য কর আমীরের। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা সোপর্দ কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকটে। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর’ *(নিসা ৫৯)*।

(গ) সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাপ-দাদার দোহাই না দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়া। আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ‘যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার

---

১১৭. *মুয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ, ৪/১৭৬১।*

অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও'? *(বাক্বারাহ ১৭০)*।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। আর ইবাদত কিভাবে করতে হবে তাও তিনি অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন এবং একমাত্র তারই অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অহী-র বিধানই একমাত্র অভ্রান্ত জীবনবিধান; মানুষের রায় বা মত নয়। আর সেই অহী-র বিধান অবতরণের সমাপ্তি ঘটেছে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই। তাঁর জীবদ্দশাতে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, মৃত্যুর পরে কখনই তা ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন শত বছর পর আবিস্কৃত ইসলামী শরী'আতে অস্তিত্বহীন মাযহাব সমূহকে ফরয মনে করার কারণেই মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। শুরু হয়েছে একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলাবলি। এমনকি ফৎওয়া দেওয়া হয় যে, শাফেঈ ইমামের পিছনে হানাফীদের ছালাত হবে না, যদিও তারা বলে থাকে যে, চার মাযহাবের অনুসারীগণ সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড তাদের এ উক্তির বিরোধিতা করে এবং এর অসারতা প্রমাণ করে। সাথে সাথে তাদেরকে মিথ্যুকও প্রমাণ করে। কারণ এ মাযহাবকে কেন্দ্র করে পবিত্র কা'বা গৃহে সৃষ্টি হয়েছিল চার মুছল্লা। একই কা'বা গৃহে একই ছালাতে চার মাযহাবের চার জামা'আত ক্বায়েম হয়েছিল। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী নিজ মাযহাবের জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইবলীস এই মাযহাবকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা। অথচ কোন ইমামই বলেননি যে, তোমরা আমার মতের অনুসরণ কর। বরং তাঁরা এর বিপরীতে বলেছেন, তোমরা সেখান থেকে শরী'আত গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। তদুপরী এ সকল মাযহাবের সাথে যুক্ত হয়েছে

পরবর্তীকালের বহু মনীষীর অনেক চিন্তা-চেতনা। যার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে এবং এমন বহু কাল্পনিক মাসআলা রয়েছে যা ঐসব ইমামগণ যদি দেখতেন, যাঁদের মাযহাবের নাম দিয়ে এগুলো চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তাঁরা ঐ সকল মাসআলা ও তার আবিষ্কারকদের থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করতেন। তাই মাযহাবী গোঁড়ামি ত্যাগ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করলেই সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ মন-মানসিকতা। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সামনে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের মানসিকতা, যা মানুষকে হক্ব গ্রহণে সহায়তা করবে এবং মাযহাবী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

লেখকের বইসমূহ

(১) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব।

(২) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- পবিত্রতা অধ্যায়।

(৩) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ।